সুবোধ ঘোষের

একদিন রাত্রে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠকের হাত ধরে যিনি বারবার টেনে নিয়ে যান প্রকৃতির অন্দর-মহলে, সেই অপ্রতিম কথাকার বুদ্ধদেব গুহ এবার কিশোর পাঠকপাঠিকাদের জন্য খুলে দিলেন আরেক পৃথিবীর জানালা, প্রকৃতি আর মানুষ তার সবটুকু রূপ আর বাস্তবতা নিয়ে যেখানে অবিকল-ভাবে উদ্‌ভাসিত। সেই পৃথিবীতে একদিন যেমন রূপে-বর্ণে-ছন্দে অপরূপ প্রকৃতি শব্দের আঁচড়ে গাঢ়-গভীর, উজ্জ্বল-জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে, তেমনি পাশাপাশি নিবিড় মমতায় ফুটে উঠেছে মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্যের, স্বপ্ন ও জীবনসংগ্রামের, অসাম্য ও বঞ্চনার, ধনাভিমান ও প্রকৃত শিক্ষার সূক্ষ্ম ও জোরালো ছবি।

ঋভু নামের এক কিশোরের চোখ দিয়ে এই পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন বুদ্ধদেব গুহ। কিন্তু এ-শুধুই ঋভুর উন্মেষ-পর্বের অভিজ্ঞতার কাহিনী নয়, এ যেন প্রতিটি কিশোরের আশৈশব লালিত স্বপ্নের ও স্বপ্নভঙ্গের, কল্পনার ও বাস্তবের রূঢ়তার সংঘাতময় বৈপরীত্যের কাহিনী। বয়ঃসন্ধি-কালের এসব মায়াবী, স্বপ্নাতুর, কোমল, হাহাকারময় প্রতিচ্ছবি বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি লেখা হয়নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ঋতুর শ্রাবণ

বুদ্ধদেব গুহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

www.BanglaBook.org

হরিসভার ভিজে চাতালে ঋভু একা একা বসে ছিল। ভিজে মাঠে শালিকের ঝাঁক পোকা ধরে খাচ্ছিল আর ওড়াওড়ি করছিল চিঙা চিঙা চিক চিক্ চিঙা চিঙা ডাকে ভিজে প্রকৃতি মুখর করে।

শ্রাবণ মাস। একটু আগেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে জোর এক পশলা। এখনও গাছেদের পাতা থেকে জল ঝরা শুরু হয়নি টুপটুপিয়ে। বৃষ্টির পরের চিকন-স্নিগ্ধ শান্ত স্তব্ধতা চরাচর ছেয়ে আছে। মাঠের মধ্যের ঢাল বেয়ে মরা ঘাস আর দূর্বো ভাসিয়ে নিয়ে তোড়ে বয়ে চলেছে সুঁতিখালের মতো সরু সরু জলরেখা। গোড়ায় ভিজে মাটি লেগে থাকা ঘাসের গন্ধ, বৃষ্টির জলের গন্ধ, কদমফুলের গন্ধের সঙ্গে নানা জাতের পোক্-পোকার ও পাখ-পাখালির গায়ের ভেজা গন্ধ মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

একটু আগেও বাতাবিলেবুর ঝাড় থেকে ঝলক ঝলক গন্ধ ভেসে আসছিল দমক দমক হাওয়ায়। এখন সে গন্ধ নেই। কদমগাছটা

www.BanglaBook.org

মস্ত। কৃষ্ণ বোধহয় এমন কদম গাছতলাতেই রাধার জন্য দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতেন। হলুদ বনের মতো নরম অথচ দৃঢ় গোল গোল কদমফুল নীচের ছায়াচ্ছন্ন কাল্‌চে জমিতে ছেয়ে রয়েছে। নদীপারের সমস্ত ডাঙাটুকুই বেতবন, বাঁশঝাড়, মাকাল, শ্যাওড়া, মহানিম, বুনো-তেঁতুল, বাঁদরলাঠি গাছের সঙ্গে রাধাচূড়োর জড়াজড়ি করা জঙ্গলে ভরে আছে। জমজমাট। এমন গভীর যে, দেখে মনে হয় ঝাণ্টুমারির জঙ্গলই বা বুঝি!

রোদ উঠল হঠাৎ একফালি। কোনাকুনি নদী আর বেতবনের বুক চিরে ফালা-ফালা করে দেওয়া সেই রোদে সোনার মতো ঝকমক করে উঠল হর্‌জাই জঙ্গলের সবুজ-হলুদ-লালের জলভেজা রূপ।

নদীপারের এই সমস্ত জমিই একসময় সরকারদের ছিল। মস্ত জমিদার ছিল তারা। মোষ বলি হত দুগ্‌গোপুজোর সময়। খাওয়া-দাওয়া, যাত্রাগান। খুবই রমরমা ছিল তাদের। ঠাকুমার মুখে ঋভু শুনেছিল যে, অন্য কারো সম্পত্তি হাতিয়েছিল সরকারেরা ছল-চাতুরী করে। বড় সরকার পাগল হয়ে মরে হেজে গেছে কবে। মেজ সরকারের কুষ্ঠ হয়েছে। আর ছোটকে নাকি রৌরব শহরের এক গুণ্ডা খুন করেছে। অতবড় বাড়িটা এখন পোড়ো। বংশে বাতি দেবারও কেউ নেই। সার সার বন্ধ ঘরে, সাদা-কালো মার্বেল বসানো চওড়া বারান্দাতে ছাতের রুখু আল্‌সেতে, একতলার চটে-যাওয়া মস্ত চবুতরায় নিস্তব্ধ দুপুরে এখন কবুতর বক্‌বকম করে বেড়ায়। আর বসির মিঞার সাদা দাড়িওয়ালা বক্‌রি হড়বড়-খড়বড় শব্দ করে পায়চারি করে।

বাড়িময় চামচিকে আর বাদুড়ের বাস। আর এমনি ভেজা দুপুরে তক্ষক ডাকে চারপাশে গর্জিয়ে ওঠা ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে। বলে, ঠিক, ঠিক, ঠিক। পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হয়। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্।

সেই বাড়িরই একটি ভাঙা পোড়ো কোনায় থাকে ছোট সরকারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিধবা ; উর্বশী। ঠাকুমার কাছে ঋভু শুনেছে একেবারে উর্বশীই। অমন রূপ বঙ্গদেশে ছিল না। সে যৌবনকালের কথা। এখন তার বয়স অনেক। কোমর বেঁকে গেছে। চামড়া ঝুলে গেছে। দাঁত ফোকলা। কানে কম শোনে। বয়স হলে, গাছ সুন্দর হয়, আর মানুষ কুৎসিত। উর্বশী-ঠাকুমার সঙ্গে থাকে মেয়ের ঘরের মা-বাবা-মরা বারো বছরের নাতনি। পাগলি সে। তার নাম বুলবুলি। শাক মুড়িয়ে, ঘুঁটে দিয়ে, হরজাই গাছের ডাল ভেঙে গঞ্জের পাইকারকে বিক্রি করে কোনোক্রমে চলে তাদের। ঋভুর ঠাকুমা বলে, দিন গুজরোয় ওরা, ওদের চলে না। বলে, দুষ্টু লোকেদের শেষমেশ এই-ই হয়। ঠাকুমা আরও বলে, সুখ বা দুঃখ সবকিছুর জন্যেই কড়ি ধরে দিতে হয় রে ঋভু, বিনা দামে মেলে না কিছুই। তবে, পুব্ব জন্মের পুণ্যজোরে কেউ কেউ এ জন্মে তরেও যায়। মরে শুধু যে-হতভাগীরা পেছনে পড়ে রইল ; উর্বশী-ঠাকুমা আর বুলবুলির মতো।

কদমগাছটার বাঁয়ে হরিসভার পুকুরপাড়। গত পুজোর সময় হরিসভার দুগ্‌গাঠাকুর ভাসান দিয়েছিল নয়ানভাসির লোকেরা কলার ভেলা বানিয়ে। মা দুগ্‌গার কাঠ-খড়ে-মোড়া প্রতিমার কাঠামোটা জলের মধ্যে জেগে রয়েছে এখনও। জলের খিদে আছে। সেই খিদেই খাব্‌লে খেয়েছে ভুতুড়ে নীলচে কালো-রঙা ঘাই-মারা, গায়ে শ্যাওলাপড়া বুড়ো বুড়ো কাতলা আর নানা জলজ প্রাণীর সঙ্গে মা দুগ্‌গার গজ্‌জনতেল-মাখা ঢলঢল মুখচ্ছবিও। সেই প্রায়-পচে-যাওয়া কলার ভেলার উপরে একটা বিরাট হলুদ জলঢোঁড়া সাপ জল বেয়ে উঠে টান টান লম্বা হয়ে গায়ে জল-চক্‌চক্ চিকনতার চিক্ মুড়ে শুয়ে আছে 'রোদ পোয়াবে বলে। জলের সাপেরা জানে, বোঝে ; মেঘের সঙ্গে রোদের ঝগড়া মিটে গিয়ে কখন ভাব হবে।

ভাব ভাব কদমের ফুল।

কাদের বাড়িতে গোরু ডাকল হাম্বা—আ—আ করে। বোধহয়

www.BanglaBook.org

বিনুকাকুদের বাড়ি। লাল বাছুর হয়েছে গোরুটার একটা, চার-পাঁচ দিন হল। বাছুরটার গায়ের গন্ধ কী দারুণ। অনেকটা মায়ের সদ্য পাট-ভাঙা পাছা-পেড়ে তাঁতের শাড়ির মতন। দূর থেকে ঢেঁকিতে পাড় দেবার শব্দ ভেসে আসছে।

কুয়ো থেকে জল তোলার শব্দ। বাঁশে-লাগোয়া কপি-কলের ক্যাঁচ্ কোঁচ্। বৃষ্টির পর আওয়াজগুলোর দৌড়াদৌড়ি যেন অনেকই বেড়ে যায়। জোর বেড়ে যায় সব শব্দের। মৌটুসি কিস্‌স্ দিলে মনে হয় সারা গ্রামই শুনতে পেল। আশ্চর্য লাগে সব কিছু। বড় রাস্তা দিয়ে কুমোর-দাদা সদ্য-গড়া আর পোড়ানো মেটে-লাল-রঙা মাটির হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে গোরুর গাড়ির চাকায় ক্যাঁচোর কোঁচর শব্দ তুলে চলেছে টাটিগঞ্জের হাটে। হাট কাল ; রবিবার। আট ক্রোশ পথ তাকে যেতে হবে। পথে ঝাণ্টুমারির জঙ্গলে বড় বাঘের ভয় আছে। ওরা চিতাবাঘকে ভয় পায় না। সঙ্গে চলেছে সাত বছরের ছেলে ছানু। সে গান ধরেছে—"হরি তোমাক্ ধইর্‌বার না পাই হে। তোমাক্ যত্ন কাইন্দ্যা চাই…ই…।"

বৃষ্টিভেজা খালে, পুকুরে, গাছ-গাছালিতে, মাছরাঙার চোখ-চম্‌কানো ডানার রঙে, ঢোঁড়া সাপের মরার মতো টান-টান ঠাণ্ডা পিছল শরীরে, বৃষ্টিভেজা গেঁয়ো-পথের সোঁদা-সোঁদা গন্ধে সে গান সেঁধিয়ে যাচ্ছে সিঁদেল চোরের মতো। কচি গলার গানের কলি, জলে, বনে-বাদাড়ে আছড়ে পড়েই, ফিরে এসে ছোটাছুটি করছে বার বার : "হরি তোমাক্ ধইর্‌বার না পাই হে ! তোমাক্ যত্ন কাইন্দ্যা চাই…ই…ই…ই…ই…"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ঋভুর মা বললেন, "পাঠশালায় যাবি না ?"

"না ।"

"কেন না ?"

"ভাল লাগে না ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যা খুশি কর্ । আমি কিছু বলব না ।"

তারপরই বললেন, "পড়াশুনা না করলে যে মুখ্যু হয়ে থাকবি ।"

ঠাকুমা বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁটালে আমের আমসত্ত্ব দিচ্ছিলেন । বললেন, "পড়াশুনা করেও যে কত বড় বড় মুখ্যু হয় সে আমার নিজের চোখেই দেখলাম বউমা । তুমিও কি দেখোনি ? স্কুল কলেজে পড়লেই কি সব মানুষ শিক্ষিত হয় ? বিদ্যা-শিক্ষা-সহবৎ এসব অন্য জিনিস ।"

মা চুপ করে রইলেন । ঘোমটার আড়ালে মুখ একপাশে সরিয়ে । এমন সময় বিনুকাকু সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে ছেঁচা-বেড়ার দরজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল।

মা বললেন, "বিনু!"

"কী? ঋভু বুঝি আজও ঝামেলা করছে?"

"দ্যাখো না।"

"চল্ দেখি গাড়লু।" বলেই ঋভুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এক ঝটকায় সাইকেলের রডে বসিয়ে, আরও এক ঝটকায় বইখাতার থলে তুলে নিয়ে ক্রিং ক্রিং ক্রিরিরিং করে শূন্যপথে ঘণ্টা বাজিয়ে বিনুকাকু ডিম্‌লার রাজার বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বিনুকাকুকে হেমাঙ্গজ্যাঠা সাইকেলটা নতুন কিনে দিয়েছেন।

ঋভুর দু চোখে জল। বলল, "আস্তে চলো, লাগছে।"

"লাগলেই হল? এই সাইকেলে চড়ে আমি রোজ স্বপ্নের দেশে উড়ে যাই জানিস্। এ সাইকেলে লাগতেই পারে না।"

বিনুকাকু দারুণ দারুণ কথা বলে। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায় ঋভু। চোখের জল শুকিয়ে আসে। বলে, "আমাকে নিয়ে যাবে একদিন স্বপ্নের দেশে?"

পনেরো বছরের বিনু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, "পাগল! স্বপ্নের দেশে ডাবল্-ক্যারি অ্যালাও করে না। একা একাই যেতে হয়। তুই বড় হ। তুইও যাবি।"

ঋভু বলে, "আরও বড়? আর কত বড় হব? এর চেয়েও বড়?"

বাঁ দিকে মোড় নেয় বিনু, লাল বড় বড় দানার বালি-মাটিতে কির্‌কির্ করে শব্দ ওঠে। একটু ব্রেক কষে, সামলে নেয় সাইকেলটা বিনুকাকু, তারপর বলে, "হ্যাঁ, আরও বড় হতে হবে।"

"তোমার মতো বড়?"

"হ্যাঁ, আমার মতো বড়। শুধু আমার মতোই নয়, আমার চেয়েও বড়।"

"চিনুকাকুর চেয়েও বড়?"

"হ্যাঁ। চিনুকাকুর চেয়েও বড়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বাবার চেয়েও বড় ?"

"হ্যাঁ। বাবার চেয়েও বড়। পৃথিবীর সব বুড়ো লোকেদের চেয়ে বড়। বয়সে নয় রে বোকা! বুদ্ধিতে। আমরা মানুষরা তো সব ইঁদুরদেরই মতো।"

"কেন, ইঁদুরদের মতো কেন ?"

কনকচাঁপার বনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একঝাঁক টিয়ার দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে ঋভু শুধোল বিনুকাকুকে।

"ইঁদুররা সব সময়ে কাটাকুটি করে কেন জানিস ? জানিস না তো ?"

"না তো। কেন ?"

"না-কাটলে ওদের দাঁত বড় হয়ে হয়ে ওদের মগজ ফুটো করে ওদের মেরে ফেলবে বলে। ওদের তাই সব সময় কিছু-না-কিছু কাটাকুটি করে দাঁত ক্ষইয়ে রাখতেই হয়। আমাদের মধ্যেও এক রকমের মৃত্যু আছে। সেই মৃত্যুর নাম ভোঁদাই।"

"কী নাম বললে ?"

"ভোঁদাই।"

"ভোঁদাই ?"

"হ্যাঁ রে। ভোঁদাই। ভাল বাংলায় জড়ত্ব না কী বলে যেন। নিজেরা সবসময় নিজেদের না-কাটলে সেই ভোঁদাই এসে মানুষদের মেরে ফেলে। প্রাণে মারে না রে, মনে মারে, তখন মানুষ হয়ে বাঁচা না-বাঁচা সমান।"

"এত কথা তোমায় বলল কে ? কী সব বল, মানে বুঝি না।" ঋভু বিরক্ত গলায় বলল। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "আজ পণ্ডিতমশাই শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ নেবেন।" বলতে বলতেই ঋভুর চোখ ছলছল করে এল।

বিনু বলল, "বুঝেছি। মুখস্থ হয়নি বুঝি ?"

"মুখস্থ করতে পারি না আমি।" অসহায় গলায় ঋভু বলল।

www.BanglaBook.org

"সকলেই পারে, আর তুইই পারিস না কী রকম ?"

"আমি যা ভালবাসি না তা আমার মনে থাকে না। সকলে যা পারে, আমি তা পারি না। সকলের মতো হতে ইচ্ছে করে না আমার।"

বিনু ব্রেক করে সাইকেল দাঁড় করাল। ঠাট্টার গলায় বলল, "খাইছে !" ঋভু রড থেকে নামলে বলল, "তোর কপালে দেদার দুঃখ আছে।"

ঋভু সে কথা খুব ভাল করেই জানে। মুখ নিচু করে পাঠশালার মাঠের দিকে এগোল।

সামনে মাঠ। পাশে একটি বাঁধানো কুয়ো। খড়ের চালের দুটি ঘর পাশাপাশি। একটিতে পণ্ডিতমশাই থাকেন। অন্যটিতে পোড়োরা পড়ে। একই সঙ্গে পণ্ডিতমশাই কখনও তাঁর রান্না-বান্নাও করেন আর ছাত্র পড়ান। পণ্ডিতমশাই-এর বাড়ি অনেক দূরের এক গ্রামে। ট্রেনে পার্বতীপুর জংশনে গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি বদল করে আরও কতদূর নাকি যেতে হয়। পাঠশালা যখন পুজোয় এবং গরমে ছুটি হয়, তখনই পণ্ডিতমশাই দেশে যান। সেখানে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা থাকে, শুনেছে ঋভু।

গম্ভীর মুখে মাটির উপরে কুশের আসনে বসে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পণ্ডিতমশাই কী একটা বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। ঋভুকে দেখে মুখ তুললেন। তাঁর সামান্য চাপা নাকের উপর নিকেলের ফ্রেমের সঙ্গে কালো কার দিয়ে বাঁধা চশমাটি সুড়ুত করে গড়িয়ে গেল কিছুটা। ঋভুর দেরি হয়েছে। তবু আজ কিছুই বললেন না পণ্ডিতমশাই। শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ নেবার কথা ছিল। কিন্তু তাও বোধহয় ভুলে গেছেন উনি। ভালই হয়েছে। ঋভুর বরাত আজ খুবই ভাল।

পণ্ডিতমশাই পড়ছিলেন। যা পড়ছিলেন তার মানে ঋভু প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। সহপাঠীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখল,

www.BanglaBook.org

নাঃ, তাদের অবস্থাও তারই মতো।

মাঝে-মাঝে পণ্ডিতমশাই এমনই হয়ে যান। মাসের মধ্যে হয়তো দু-তিনদিন। তখন উনি পোড়োদের শোনাবার জন্য পড়েন না কিছুই। মনে হয়, নিজে শোনবার জন্যই পড়েন। পণ্ডিতমশাই নিজেই ছাত্র হয়ে যান সেইসব দিনগুলোতে। সেইসব দিনে, কিছু বুঝুক আর না-বুঝুক মনোযোগ দিয়ে পণ্ডিতমশাইকে তাদের মতোই পোড়ো হয়ে যেতে দেখে, মনে মনে খুদে পোড়োরা খুবই খুশি হয়। এবং খুশি হয় বলেই, একেবারেই গোলমাল করে না সেদিন কেউ।

সকাল থেকে আকাশে মেঘ করেই ছিল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে। এখন পূর্বী হাওয়ার সময়, অথচ ঝলক ঝলক উত্তুরে হাওয়ায় বাতাবিলেবুর ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে মাঠ পেরিয়ে। বুনো জুঁইয়ের গন্ধ। কনকচাঁপার গভীর বন থেকে কনকচাঁপার গা-শিউরানো গন্ধ। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। বকফুলের মতো একদল দুধসাদা গো-বক কালো মেঘে ভরা আকাশের বুকে দুলতে দুলতে মালার মতো উড়ে গেল।

পণ্ডিতমশাই পড়ছিলেন :

"ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তরে পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল
চারি মেঘে বরিষে মুসলধারে জল।
নদী খেলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা।
কূল জুড়্যা বহে জল একাকার ধারা।
ঝনঃ ঝনঃ বৃষ্টি শিলা সঘনে বিজলী
দেহারা পাতিল আধার ঝালি জুলী।
চারিমেঘে জল দেই অষ্ট গজরাজ
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ
কবিকর সমান বরিষে জলধারা

www.BanglaBook.org

জলে মহী একাকার পুরী হইল হারা।
পরিচ্ছন্ন নাহী সন্ধ্যা দিবস রজনী
নায়ের যতেক লোক স্মঙরে জৈমুনি।
রইঘরে পড়ে শিল বিদারিয়া চাল
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকা তাল।
চণ্ডীর আদেশে বীর ধায় হনুমান
ডিঙ্গার ছাওনি ভাঙ্গা করে খান খান।
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ডুসাডুসি
কৌতুকে হাসেন মাতা সিংহরথে বসি।
নদ-নদী সব যত করিল পয়ান
অভয়া মঙ্গল গান কবিকঙ্কন ॥"

বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল। পাঠশালার খড়ের চালে শব্দ হচ্ছিল ফিস্‌ফিস্ করে। টিনের চাল হলে নুপুর বাজত টুপুর-টুপুর। পেঁপেগাছের ডালে বসে একটি শালিক কী যেন বলতে গিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে মাঝপথে থেমে গেল। পরমুহূর্তেই ভয়-পাওয়া চিৎকার করে ঐ ভরা-বৃষ্টির মধ্যেই উড়ে গেল গাছ ছেড়ে। পণ্ডিতমশাই তাকালেন। পোড়োরাও তাকাল। মস্ত একটা হলদে-সবুজ ডোরাকাটা সাপ পেঁপেগাছ বেয়ে নেমে আসছিল শিকার ফস্কে যাওয়ায় মন খারাপ করে। দুটো সোনাব্যাঙ বাইরে থেকে খোলা দরজা দিয়ে থপ থপ করে লাফিয়ে পাঠশালার মাটির মেঝের উপর পাতা তালপাতার চাটাইয়ে থপাস্ শব্দ করে একলাফে উঠে পোড়োদের মধ্যে দুই নতুন পোড়োর মতোই স্থির হয়ে বসল ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ মেলে। একেবারে নট-নড়ন্-চড়ন্-নট-কিচ্ছু। পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে মুখ করে। সকলের চোখের সামনে সাপটা মাঠটা পেরিয়ে মাঠকোনায় যে মস্ত অশ্বত্থ গাছ আছে তার দিকে চলে গেল মাঠের উপর বয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল কেটে। পণ্ডিতমশায় খালি গায়ের উপর চাদরটাকে টেনেটুনে নিলেন। জোলো হাওয়ায়

www.BanglaBook.org

শীত-শীত করছে সকলেরই। তারপর কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখলেন। হঠাৎ পোড়োদের দিকে চেয়ে বললেন, "আজ খিচুড়ি খাওয়ার দিন, তাই না রে?"

"হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায়। হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায়!" বলে সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

"আজ তোদের ছুটি, বৃষ্টি ধরলেই যে যার বাড়ি চলে যাস। আজ আর পড়েশুনে কাজ নেই। রোজ পড়লে মাথা-মোটা হয়ে যায়। আজ শুধু ভাবার দিন।"

বৃষ্টি ধরতে দেরি আছে।

মাধো ঘরের কোনায় বাঁশ বেয়ে হাত-পাঁচেক তরতর করে উঠে গেল ছাদের দিকে। মাধো প্রায় রোজই বেত খায় পণ্ডিতমশায়ের কাছে। বেতের চেয়েও ভয়ংকর কানের রগের সঙ্গে রগের যোগ ঘটানো। কানমলাও খায়। ঐ কানমলা খেতে খেতে ওদের সকলেরই মনে হয়, ভগবান কানে শোনবার জন্য শুধু ফুটো করে সহজে ছেড়ে দিতে পারতেন তাদের। খামোকা কানের বাইরের বাহারের দরকার কী ছিল? ঐ বাহার না থাকলে তো পণ্ডিতমশায়ের কাছে কানের এমন হেনস্থা হত না। সেই মাধো আজকের এই হঠাৎ-ছুটিতে উল্লসিত হয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। না ভেবে পেয়ে পড়াশুনাতে উন্নতি না-করতে পারলেও অন্যদের চেয়ে উঁচুতে উঠতে চাইছিল বোধহয় বাঁশ বেয়ে।

সকলেই ওর দিকে তাকাল। পণ্ডিতমশায়ও তাকালেন। মাধো বাঁদরের মতো বাঁশ ধরে ঝুলতে ঝুলতেই মুখ ফিরিয়ে ফিচিক্ করে হেসে তাকাল সকলের দিকে।

পণ্ডিতমশায় বললেন, "ব্যাপারটা কী রে মাধো?"

"কিছু না।" দাঁত বের করে হি-হি করে দোলন-হাসি হেসে মাধো বলল। তারপর বলল, "খুউব মজা লাগে। খুশি হলেই আমি তড়াক্ তড়াক্ করে উপরে উঠি। গাছে চড়ি। বাঁশে চড়ি।"

www.BanglaBook.org

পণ্ডিতমশায় কিছুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন ; নিজের মনেই ; "মাধোর আমাদের দোষ নেই কোনো। ডারউইন সাহেবের মত যদি ঠিক হয়, তাহলে ওর লেজ খসেছে দু-এক পুরুষমাত্র আগে।"

মাধো কথাটা বুঝল না। অন্য পোড়োরাও বুঝল না। ঋভুও না। ডারউইন সাহেবের নাম শোনেনি ঋভু, তবে মানুষের পূর্বপুরুষ যে বাঁদর-জাতীয় জীব একথা সে তার মায়ের কাছে শুনেছে। বাঁদরের সঙ্গে মাধোর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কর কথা বলছেন পণ্ডিতমশায়, এটুকুই বুঝল শুধু।

বৃষ্টি থামল অনেকক্ষণ পর। সব পোড়োরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল, ছাতা গুটিয়ে, ধুতি উঠিয়ে, নয় প্যাণ্টুলুন পাকিয়ে। হুড়োহুড়ি পছন্দ হয় না ঋভুর। পণ্ডিতমশায়ের কথাটা মনে বড় ধরেছে তার। আজ ভাববার দিন। সকলেই যখন প্রায় বেরিয়ে পড়েছে, ঋভু উঠল যাবে বলে।

পণ্ডিতমশায় ডাকলেন, "ঋভু !"

ঋভু এগিয়ে গেল ওঁর দিকে।

পণ্ডিতমশায়ের চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। পাঠশালায় বসে আছেন যদিও তিনি, কিন্তু তাঁর মনটা চলে গেছে যেন অনেক দূরে। অন্য কোথাও। ঋভু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

"তোর বয়স কত হল রে ?"

"আমার ? আমার বয়স দশ।" বলেই ভয় পেয়ে বলল, "কিন্তু ঠাকুমা কিন্তু..."

"দশ তো !" পণ্ডিতমশায় বললেন।

"হ্যাঁ, দশ।"

"ঠিক তোরই মতো। তোরই মতো দেখতেও ছিল।"

ঋভু কথাটার মানে বুঝল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পণ্ডিতমশায় বললেন, "তোদের বাড়ি থেকে কেউ সদরে যাবে আজকালের মধ্যে ?"

"জানি না। যেতে পারে। জিজ্ঞেস করব।"

"একটু দাঁড়া !" বলে, পণ্ডিতমশায় একটি পোস্টকার্ড এনে দিলেন ঋভুকে। বললেন, "এটা নিয়ে যা। কাল-পরশুর মধ্যে কেউ না-গেলে চিঠিটা আমাকেই ফেরত দিয়ে যাস। তাহলে নিজেকেই যেতে হবে পোস্ট করতে।"

ঋভু বলল, "আচ্ছা।"

"সাবধানে নিয়ে যাস। জলে ভেজে না যেন। বুঝেছিস !"

"হ্যাঁ।" বলে, ঋভু পোস্টকার্ডটা জামার মধ্যে বুকের কাছে নিয়ে জামাটা ধুতির নীচে গুঁজে, বেরিয়ে পড়ল ধুতি গুটিয়ে ; জল-বওয়া মাঠে।

পাঠশালার মাঠ পেরোলেই কাঁচা রাস্তা। লাল্‌চে-রঙা পাথুরে মাটির। যেতে হবে একক্রোশ পথ। আসবার সময় তো বিনুকাকুর স্বপনপুরীর সাইকেলে সাঁ-আ-আ-কিরিং কিরিং করে চলে এসেছিল। একা থাকলে, ও বড় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে না। নদীর পাড় দিয়ে যে-পথটা গাছ-গাছালি আর সরকারদের বাড়ির জঙ্গলের গা ঘেঁষে চলে গেছে, সেই পথ দিয়েই ফেরে। কত কী দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে যায় ঋভু। ভাবতে খুউব ভাল লাগে ওর। পণ্ডিতমশায় তার উপরে বলেছেন, আজ ভাবার দিন। পথে উঠতেই ডিম্‌লার রাজার বাড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। ঘোড়ার পা-ঠোকার আর চিঁ হ-হ-হ চিঁই-হি-হি-হ-হ-হ্ হ্রেষারব কানে এল।

রাজবাড়িটা মস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খুব ইচ্ছে করে, ভেতরটা কেমন তা দেখতে। কী কী আছে ভেতরে ? একদিন ল্যাণ্ডো গাড়িতে এবং আরও একদিন চকচকে হুডখোলা মোটরগাড়িতে ঋভুরই সমবয়সী একটি মেয়েকে যেতে দেখেছিল রানীমার সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

রাজবাড়ির লোকেরা কী খায় ? কেমন করে কথা বলে ? খিদে পেলে তাদেরও পেট চিন্‌চিন্‌ করে কিনা, তা খুব জানতে ইচ্ছে করে ঋভুর। খোলা লোহার ফটক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় রাজবাড়ির, তার চেয়ে বেশি কখনোই দেখা হয়নি। ফটকের কাছেই ইয়া-ইয়া গোঁফওয়ালা ভোজপুরী দরোয়ানদের জটলা দেখে রোজ। মোটর, কি ল্যাণ্ডো এলে ওরা মহা আড়ম্বড় করে গেট খোলে আর গেট বন্ধ করে। তাদের প্রত্যেকের হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি আর বর্শা। কে যে পাইক, কে যে বরকন্দাজ, আর কে যে দরোয়ান বোঝারই উপায় নেই।

বড় পথটা ছেড়ে দিয়ে সুঁড়িপথে নেমে পড়ল ঋভু। এই পথেই একদিন ভর দুপুরবেলা মস্ত একজোড়া কেউটে সাপকে খেলতে দেখেছিল লেজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, বুড়ো জলপাইগাছটার সামনে। সাপেরই ভয়। দু-একদিন বেজি কি খটাশ কি ভুঁড়ো শিয়ালও দেখতে পায়। একদিন শুধু দিনমানেই দেখেছিল, গায়ে চাকা-চাকা হলদেটে বাদামি চিতাবাঘকে। চিতাবাঘটা পাটকিলে-রঙা একটা ধেড়ে খরগোশকে টুঁটি কামড়ে ধরে শীতের বিকেলের কমলা-রঙা রোদে কোনাকুনি বাঁশবনের মাঠটা পেরুচ্ছিল।

ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঋভু। চিতাটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়েই একলাফ মেরে চোখের আড়ালে চলে গেছিল।

টুপটাপ করে জল ঝরছে পাতা বেয়ে। খুব জোর বৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিতমশায়ের পোস্টকার্ডটা জামার ভিতরে একবার হাত ছুঁইয়ে দেখে নিল ঋভু। ভিজে না যায়। কচুগাছের ছায়ার তলায় ব্যাঙেদের মস্ত পরিবার দিব্যি খোশ মেজাজে বসে আছে। গোলাপি, কালো, হলুদ ও লালরঙা ব্যাঙের ছাতার নীচেও বসে আছে অনেকই ব্যাঙ ; রাজা-মহারাজার কায়দায়। কারুর কোলবালিশ হেলান দিয়ে। ব্যাঙেদের চাউনিটা অদ্ভুত। সব সময় যেন হাসছে, বুঝছে সব, কিন্তু মুখে বলছে না যেন কিছুই। আর কত রকমের ব্যাঙই না আছে।

www.BanglaBook.org

কোলা ব্যাঙ, পুঁচকে ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, সোনা ব্যাঙ, কুটুরে ব্যাঙ, কালু ব্যাঙ, ধলু ব্যাঙ, ব্যাঙে ব্যাঙে একেবারে ব্যাঙময়।

পণ্ডিতমশায় 'বাঙ্ময়' কথাটার মানে শিখিয়েছিলেন। 'বাঙ্ময়' শুনলেই ঋভুর 'ব্যাঙময়'-এর কথা মনে পড়ে যায়। আর একা একা হাসে।

ডান দিকে সেই মাঠটা। ওরা বলে চাঁপার মাঠ। যত রকমের চাঁপা হয় সবরকম চাঁপা একই সঙ্গে লাগিয়েছিল সরকারেরা। এই মাঠে আর কাজলদিঘির জলে নাকি রাতের বেলা জিন্‌পরিরা খেলে বেড়ায়। ঋভুদের বাড়ির মতি, যে গোরু-বাছুরের আর হাঁসেদের দেখাশোনা করে; সে নাকি একদিন দেখেছিল। এই মাঠে কনকচাঁপার বড় বড় গাছেরা মাথায় মাথায় জড়াজড়ি করে সূর্যকে পর্যন্ত আড়াল করে রাখে দিনের বেলাতেও। আর আছে দোলনচাঁপা, কাঁঠালিচাঁপা, বুনোচাঁপা, কাঠচাঁপা। আধ ক্রোশ দূর থেকে গন্ধ ভাসে। পাঠশালায় বসে বসেই হাওয়া থাকলে ও এই চাঁপার গন্ধ পায় নাকে।

পায়ে পায়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেল ঋভু। এখানে বড়-সাপের ভয় খুউব এই যা। কিছুক্ষণ গন্ধে ম-ম চাঁপার মাঠের চাপ-চাপ সবুজে ঘুরে বেড়াল। এমনিই। ভারী ভাল লাগে ঋভুর। গাছপালা ঘাস পাখি সব কথা কয় যেন ওর সঙ্গে। আর কেউ শুনতে পায় না, কিন্তু ও পায়। ও জানে, অন্য কাউকে বললে কেউই একথা বিশ্বাস করবে না। তাই বলেও না।

শামুক চলেছে ধীরে ধীরে। মাটি খুঁড়ে খুদে খুদে স্তূপ বানিয়েছে কেঁচোরা। কত রকম কেঁচো। বৃষ্টির পরে ঝাঁক-ঝাঁক লালরঙা ফড়িং আর হলুদ প্রজাপতির দল উড়ে বেড়াচ্ছে। বুলবুলি পাখি শিস্ দিচ্ছে তীক্ষ্ণ স্বরে, উড়ে উড়ে। চিনটুনি, মৌটুসি আর রঙবেরঙা পোকা-খাওয়া পাখি শূন্যে ডিগবাজি মেরে বেড়াচ্ছে। আর কপাত কপাত করে পোকা গিলছে। এই পাখিরা জানে যে, বৃষ্টির পরেই

www.BanglaBook.org

পোকা আর ফড়িংরা ওড়াওড়ি করে।

মাঠভরা চাঁপাফুলের গালচে। সেই গালচের উপর খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা ভাবে ঋভু। বিনুদার স্বপ্নলোকের কথা, রাজবাড়ির রাজকন্যার কথা, জিন-পরিদের কথা। ভাবনা একবার শুরু হলে শেষ হতে চায় না। এত বকুনি খায়, মার খায় সকলের কাছে ; তবু ঋভু ঋভুই থেকে গেল।

চাঁপার মাঠকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ও। কিছুটা যেতেই ডান দিকে ঝোপের মধ্যে লালমতো কী একটা জিনিসকে নড়তে দেখল। ভাল করে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঠিক সেই সময়ই ঋভুর দিকে পিছন ফিরে তাকাল বুলবুলি। একটা ছেঁড়া লাল শাড়ি পরেছে গায়ে পেঁচিয়ে। ভাবখানা এমন, যেন কিছু না পরতে হলেই খুশি হত ও। পিঠের কাছটা দেখা যাচ্ছে। শীত নেই মেয়েটার। গরমও নেই। অদ্ভুত !

ঋভুকে দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠল বুলবুলি। বলল, "কচু খা। নয়তো চ্যান করগে যা !"

"কচু ?"

"হ্যাঁ রে রিভে। কচু খাবি নে ?"

ঋভুকে রিভে বলে ডাকে বুলবুলি-পাগলি। ঋভুর চেয়ে কতই বা বড়। কিন্তু হাব-ভাব খুব বড়দের মতন। বুলবুলিদের দেশ কোথায় তা ঋভু জানে না, কিন্তু ছেলেবেলা কেটেছে ওদের কলকাতায়। তাই ওর কথাবার্তা সব অন্যরকম। কত কী জানে ও।

ঋভু ওর কাছে এগিয়ে গেল। দেখল, উবু হয়ে বসে হালকা একটি দা নিয়ে কচুর ঝাড়ে কচু কাটছে বুলবুলি।

"যা গলা ধরে না ! পরশু খেয়েছিলাম। তাপ্পর থেকে গান গাইতে পারিনি একফোঁটা। হিঁ-হিঁ-ই।"

"তাহলে খেলি কেন ?" ঋভু বলল।

"খাব না তো কী ? না খেয়ে থাকব ? বর্ষায় তো শামুক, গুগলি,

www.BanglaBook.org

আর কচু। এ ছাড়া খাব কী ছাই! দিদার তো কোমরব্যথা। বাড়ি বসে কোনোরকমে ভাতটা ফুটিয়ে দেয়। বুড়িকে বলি, সাপ খাও না কেন? বাড়ি-ভর্তি কত্ত সাপ! কেউটে, শঙ্খচূড়, ঢ্যামনা, চিতি, ঢোঁড়া, বোড়া, চন্দ্রবোড়া আরও কত্ত সাপ। ধরো আর খাও, মজ্জাসে। অত ঘোরাঘুরির দরকার কী? তা, শোনে কই বুড়ি। দাদু মরে গেছে তো। বর মরে গেলে আমিষ খাওয়া মানা। এমনকী সাপও না। আমি বাবা কখ্খনো বিয়ে করব না। আমিষ না খেয়ে মানুষ বাঁচে? বল্ রিভে?"

"তোর ভয় করে না?"

"ভয়? কাকে?" অবাক গলায় বুলবুলি বলল। "সাপকে? দূর্র্। সাপগুলো কী ভাল। নরম, হিলহিলে, পিছল-পিছল। কাঁচালঙ্কা, প্যাঁজ দিয়ে কষে রাঁধলে যা লাগে না! দিদার একবার তিন দিন ধুম জ্বর ছিল। তা আমিই রেঁধে দিলাম। মুখে যখন তুলে দিলাম, বলল—রাঁধলি কি? আমিষ নাকি? ও ছেম্ড়ি!

"বললাম, না গো না। নির্জলা নিরামিষ। তা, বুড়ির খেয়ে সে কী হাসি। ফোকলা দাঁতে হেসেই বাঁচে না। বলল, আর এট্টু দে তো। তোর হাতের কী গুণ রে ছেমড়ি। এমন স্বোয়াদ আহা। রোজ রাঁধলেই পারিস!"

"কী সাপ রেঁধেছিলি?" ঋভু শুধোল।

"ঐ একটা। অত কি মনে থাকে? হ্যাঁ, চিতি। উঠোনে ঘুরঘুর করছিল, লেজ ধরে তুলে নিয়েই সটান বঁটিতে। হিঃ হিঃ। আমার বঁটি কি যে-সে বঁটি! কত কী কেটেছি এতে। মানুষের নাক। কান। হিঃ হিঃ, আরও কত কিছু। সাপ তো ছার! এবার একটা শুয়োর কাটব। বড্ড বাড় বেড়েছে। একটা খাড়ি শুয়োর। কেলে শুয়োর। কাঁচকলার মতো কাটব, ঘচাক্ ঘচাক্ করে।"

"শুয়োর! বলিস কী রে বুলবুলি? শুয়োর অবশ্য কচু খেতে আসে। শজারুও আসে। কিন্তু এ কি শজারু পেয়েছিস যে, কলাগাছ

www.BanglaBook.org

দিয়ে সহজে মারা যাবে ? জানিস, সেদিন মতি একটা মেরেছিল। বড় শজারু। কলাগাছ দিয়ে বাড়ি মারতেই, গায়ের কাঁটা সব আটকে গেল কলাগাছে। বাবু কলাগাছের ভার পিঠে নিয়ে আর দৌড়োতে পারলেন না। তখন ঘরামিরা গোয়াল-ঘরের ছাউনি দিচ্ছিল। সকলে দৌড়ে এসে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারল। শজারুর কথা আলাদা। তবে, লোকে বর্শা আর বন্দুক নিয়েও ধাড়ি শুয়োর মারতে ভয় পায় ; আর তুই কিনা শুয়োর কাটবি বঁটি দিয়ে ? তুই কি জানিস না যে, বাঘও শুয়োরকে ঘাঁটায় না।"

"শোন্ রিভে। তোকে তা'লে বলেই রাখি। যে-কোনোদিন ঘটে যাবে ঘটনাটা। আমি বাঘ নয় রে। আমি ডাইনি ! হিঁ হিঁ হিঁ···। এই চাঁপার মাঠের জিনপরিরা আমার সঙ্গে খেলে। হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ। একটা কোঁতকা কালো শুয়োর সেই চোতমাস থেকে আমাকে জ্বালিয়ে মারলে। তোকেই বললাম রিভে। তা বলে আর কাউকে বলিস্‌নি যেন। দেখবি। একদিন এই চাঁপার মাঠেই এস্‌পার-ওস্‌পার হবে। হয় ডাইনি মরবে। নয় শুয়োর। আমি আবার একটা মানুষ ! ফুস্‌স্। আমি তো পাগ্‌লি।"

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ রে, সব্বাই তাইই বলে। পরনের শাড়ি জোটে না, তাই ছেঁড়া শাড়ি পরি। পেটে খাবার নেই, তাই গুগলি শামুক কল্‌মিশাক কচু বুনোওল জলপাই বুনো-আম বুনো-তেঁতুল তুলে খাই—কেউই তো একটা শাড়ি দেয় না। কেউই তো একথালা ভাত দেয় না, খালি বলে পাগ্‌লি বুলবুলি। হিঃ হিঃ হিঃ···হিঁ হিঁ হিঁ।"

ঋভুর গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে।

বুলবুলি পাগলি যদি নাও হয়, ও তার চেয়েও ভয়াবহ অন্য কিছু। যে-কোনো সময় কামড়ে দিতে পারে। যদিও দেয়নি কখনও। তাছাড়া, চাঁপার মাঠের জিনপরি !

এই মেঘলা দুপুরেও গা ছমছম্ করে ঋভুর।

www.BanglaBook.org

বুলবুলি ধমক দেয়, "দাঁড়িয়ে কেন রে রিভে ? বাড়ি পালা।"

ঋভু রওয়ানা হতেই, পিছন থেকে ডেকে বলল, "তোর মা-ঠাকমা তোর জন্যে গরম ভাত নিয়ে বসে আছে। বাড়ি যা। গেরস্তের আদরের বাছা। মানিক আমার। হিঃ হিঃ—। ভাত খাবি না ? বাড়ি যা।"

ঋভু চলতে শুরু করে।

"কী রান্না হয়েছে রে আজ ? রিভে, তোদের বাড়িতে ?"

"জানি না। বোধহয় মাংসের ঝোল আর ভাত। বিষ্ণুকাকা কাল সদর থেকে মটন এনেছিল।"

"মটন ? মটন কী রে ?"

"ভেড়ার মাংস।"

"সে কী রে ? ভেড়াও খায় লোকে ? কেমন খেতে রে ?"

"পাঁঠার মাংসের চেয়েও ভাল।"

"ইস-স্-স্-স্..." বলেই, বুলবুলি মা-কালীর মতো জিভ বের করল এত্তখানি।

ওর নিজের গায়ের রঙও মা-কালীরই মতো।

তারপর বলল, "চ্যান করগে য্যা। আমার সাপের মাংসই ভাল। একদিন আসিস্। তোকে বাঘা-তেঁতুল দিয়ে জলঢোঁড়ার বাচ্চার টক খাওয়াব। যা খেত্তে না !"

বলেই, জিভের সঙ্গে টাগরা ঠেকিয়ে ট্রক্ করে একটা শব্দ করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক পশলা বৃষ্টি এসে হলুদ দুপুরকে গেরুয়া বিকেল করে দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে। মা বলেছেন, ভুলাই-এর দোকান থেকে ঝাল লেড়ে বিস্কুট কিনে আনতে, বিকেলে চা-এর সঙ্গে খাবেন। তাই, পথে বেরিয়েছে ঋভু।

লাল, কাঁকুরে মাটির পথ এখন শুকনো। জল টেনে নেয় এ-পথ সঙ্গে সঙ্গে। বাঁয়ে বদু মিঞার বাড়ি। জেল ইনস্পেক্টরের বাড়ি। ডানদিকে পথ চলে গেছে হরিসভার দিকে। মোড়ে পৌঁছে বাঁয়ে গেলেই পাঠশালা, ডিমলার রাজবাড়ি, আর সোজা গেলে ডি এম-এর বাংলো, জিলাস্কুল, বাজার, স্টেশন। অনেকদূরে কারমাইকেল কলেজ। ঋভুর বাবা তাঁর ছোটবেলায় পড়তেন সেখানে। সে-পথের ধুলোর স্বপ্ন এখনও তার বাবার পায়ে লেগে আছে। বাবা বলেন, সে সব অনেক দূরের পথ।

ঋভুর এলাকা অল্প, জানাও অল্প, বয়স অল্প, তাই ঋভু সবসময়ই

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা করে, স্বপ্ন দেখে। অনেক এলাকায় ওকে পৌঁছতে হবে, অনেক পথে, যেখানে আগে কারোরই পা পড়েনি। যেতে হবে অনেক দূরে ; যেখানে যেতে পেরেছে খুব অল্পই মানুষ। এসব ভাবে ও। যখনি একা থাকে। ভাবতে, ভারী ভাল লাগে ঋভুর।

বিনুকাকু একদিন বলেছিল, "ভাবতে নাকি কেবল মানুষই পারে। মানুষ ছাড়া আর কাউকেই ভাবনার আশিস দেননি নাকি ভগবান।"

ঋভু উত্তরে বলেছিল, "একথা কখনোই ঠিক হতে পারে না। তাইই যদি হবে, তাহলে পাঁঠারা ঘাস চিবুতে চিবুতে, গরুরা জাবর কাটতে কাটতে আর হাঁসেরা জলের বুকে নিজেদের মুখের তিরতিরে চিরে-যাওয়া ছায়া ফেলে সবসময় কী অত্ত ভাবে ?"

বিনুকাকু হেসেছিল। বলেছিল, "বোকা রে বোকা ! পাঁঠা ভাবে কোন্ মাঠে গেলে আরও ঘাস পাবে সে, সেই কথা। নরম, সবুজ ঘাস। পেট পুরে খাওয়া যাবে। শুধু পেট ভরানোর কথা।"

"গরু ?"

"গরুও তাই।"

"আর হাঁস ?"

"হাঁসও তাই। হাঁস ভাবে, পুকুরের কোন কোণে পকাত করে ছুঁচ্‌লো লেজ উল্টিয়ে ডুব দিলে গুগলি শামুক বেশি পাবে। কখন খড়কে ডুরে শাড়িপরা কোন্ ছোট্ট মেয়ে তার হলুদ পা দুখানি মেলে শেষ বিকেলে ধানের কুলো নিয়ে ডাকবে তাকে চৈ-চৈ-ঐ-ঐ-ঐ ... ধান ছড়াতে ছড়াতে ঐ-ঐ-ঐ ...।

"তাহলে ? ভাবে তো। ওরা সকলেই তো ভাবে !"

"দুস্‌স্‌স্ বোকা ! সে তো বৃষ্টিভেজা বকেরাও ভাবে কোন্ গাছে উড়ে গেলে মাথা বাঁচানো যায়। এসব কি আর ভাবনা হল ? এতে খাওয়া, পরার আর মাথা গোঁজারই ভাবনা।"

www.BanglaBook.org

"এছাড়া আর ভাবার কীই বা আছে ?"

"বলিস কী রে ঋভু ! তুই কি বকের বুক্কু ? গাধ্‌ধারে, না হাঁসের হাঁস্‌সু, না পাঁঠার চ্যাংবু ? তুই হলি গিয়ে খোদ মানুষের ছা। মানুষের সঙ্গে হাঁস পাঁঠা গরু বকের তফাত নেই ? তুই ইট্টু ইডিয়ট্টু।" একটু ভেবে বলেছিল, "তবে, তোর খুব একটা দোষও নেই। অনেক বুড়ো বুড়ো মানুষকেও দেখেছি ঐ পাঁঠাদের বা বকেদের মতোই। শুধুই জম্‌জমাইয়া ঘাসের আর গাঁট্‌গাটাইয়া গাছের ভাবনা। কজন মানুষই বা ভাবে তার সঙ্গে পাঁঠা, বক, হাঁস গরুর তফাতটা কোথায়, বা কতটুকু ?"

বিনুকাকু বড্ডই পেকেছে। সবসময়ই এমন বড় বড় ভাব করে। সবজান্তা-সবজান্তা ভঙ্গি। ঋভুর মা বলেন, বিনুকাকু বয়সের অনুপাতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ও অন্য সকলের মতো নয়। ও একটা 'প্রডিজি'। 'প্রডিজি' কথাটার মানে যে কি তা জানে না ঋভু। একদিন মাকে জিগগেস্‌ করবে।

হলুদ ফড়িং উড়ছে নেলোদের মাঠে। বৃষ্টি-থামা বিকেল-নামা আকাশ হলুদ করে। মাঠের পেঁজা ঘাসের ভেজা গন্ধ ফিন্‌ফিনে ডানায় তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে তারা আকাশময়। সেই গন্ধ লাল ঠোঁটে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কচিকলাপাতা-সবুজ টিয়ার ঝাঁক আবারও অন্য আকাশে বুনে দেবে বলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ভুলাইয়ের দোকান। সামনের দাওয়াটা, উঁচু করা। গোবর নিকোনো। কাঁঠালকাঠের তক্তা পাতা জারুলকাঠের খুঁটির ওপর। বুলবুলি একদিন উলটে পড়ে গেছিল তক্তা থেকে গড়গড় করে। কী কাণ্ড।

নদুকাকা বসে আছে একটি তক্তার ওপরে। ভুলাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে। নদুকাকা কিছু করে না। অনেক জমিজমা রেখে গেছিল গদুদাদু। একটা করে জমি বেচে কয়েক বছর চলে। আবার বেচে। বিনুকাকা বলে, কেনারাম গদুবাবুর ছেলে, বেচারাম নদু। নদুকাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাউনে টকি দেখে। মুসুরডালের খিচুড়ি খেয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। বাড়িতে তার বুড়ি-মা আছেন। খন্‌খনে গলা। হবিষ্যঘরে চালতা দিয়ে আলতো করে নালতা রাঁধেন। ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে কদবেল মেখে ঋভুকে দেন, ঋভু গেলে। ভাবলেই জিভে জল আসে।

নদুকাকুর বউ মরে গেছে। তিনবার বিয়ে করেছিল নদুকাকু। তারপর গাইবান্ধার ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন যেমন পাঁচ গোল করার পর বলেছিল, 'ছাড়ান দ্যান্ বাহে। আর গোলান্ না লাগে।' তেমন করেই নদুকাকু ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'আর বিবি না লাগে। মোর কপালত্ বিবি নাই।'

এ সবই বিনুকাকুর কাছেই শোনা ঋভুর। নদুকাকু ঋভুর কাছে গিয়ে পৌঁছতেই বলল, "আছিস্ কেমন? ক্যালকেশিয়ান?"

"ভাল।"

"তোর বাবায় কি সাহেব হইছে? আসেসই না দেহি ইদিক্। কাম্‌টা করে কী রে সে কলকাতায়?"

"জানি না। মা জানে।" ঋভু বলল। তারপর বলল, "তুমি কী কর নদুকাকু?"

"মুই? মুই জোতদারের ছাও। মুই, না করি কোনো। বইস্যা খাই রে! আমার খাইট্যা খাওনের দরকারটা কী? আমাক হিংসা কইর‍্যা মইর্ গ্যেল্ কত্ত মান্‌ষি। গেইল্ ত গেইল্।"

ভুলাই বলল, "কী দিমু তরে? অ, ক্যালকেশিয়ান?"

"ঝাল লেড়ে বিস্কুট। দু' আনার।"

"ব্যাস্‌স্?" বলল ভুলাই, নদুকাকার দিকে চেয়ে। "হইয়া গেল গিয়া। সবই এক আনার খরিদ্দার। এই ভরা বাদর। দোকান চালান্ বড় কঠ্‌ঠিন।"

এমন সময় সেনপাড়ার গজেনকাকু জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে থামল। ভিজে, ঝোড়ো কাকের মতো চুপচুপ। হ্যাণ্ডেল থেকে

www.BanglaBook.org

চারজোড়া হাঁস ঝুলছে। পা উপরে আর মাথা নিচু করে বাঁধা।

হাঁসগুলোর মাথায় রক্ত চড়ে যাবে না। ভাবে, ঋভু। গজেনকাকু নেমেই বলল, "খাইছে। কেস্ ক্যাচাইন।"

"ক্যান ? ক্যাচাইন ক্যান ? হইল্ কি ?"

বলে, ভুলাই আর নদুকাকু একসঙ্গে গজেনকাকুর দিকে তাকাল।

"সামসের মিঞারে উকিলপাড়ার পোলাপানগুলান্ এক্কেরে শিমুল গাছে বাইন্ধ্যা না ফেলাইয়া ঝিকার ডাল দিয়া এমনই পিটান্ পিটাইছে যে, ডাক্তার কয়্যা দিছে লাইফ রিস্ক্। ব্যাস্স্। হয়্যা গিছে। আর কি ! সামসের-এর দল আইস্যা কাইজ্যা লাগাইল বইল্যা। আজ ঝাঁপ বন্ধ কইর‍্যা বাড়ি পালা রে ভুলাই। ক্যান্ খাম্‌খা ফাদারস্-গিফ্‌ট ওনলি ওয়ান প্রাণডারে শুদামুদা গুণ্ডাগুলান্ রে দিবি ?"

"হ !"

"আছে, আছে। আরো খবর আছে। হট্ নিউজ !"

"কী ?"

"পার্ল হারবারে জাপানিরা বোমা ফ্যালাইছে। কেস্ রিয়্যাল ক্যাচাইন্। তছনছ কইর‍্যা দিছে সব। অ্যামেরিকা ওয়ারে জয়েন করতাছে।"

ভুলাই পোলোর মধ্যে কইমাছ ধরার মতো ঝাল লেড়ে বিস্কুটের টিনের গভীরে ডানহাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে আঙুল মিট্‌মিট্, চোখ পিটপিট্ করতে করতে বলল, "করছে তো করছে। আমাগো কী ? এবার বর্ষাও ভালই হছে। আমাগো চিন্তাডাটি কী কও ? গোলায় ধান আছে, ডোবায় কুচা মাছ আছে, হাঁস-মুরগি, বক্‌রি পাঁঠাও আছে। ঢেঁকি আছে, চাল-চিড়ার। গায়ে দ্যাওনের কাঁথাও আছে। কোথায় কেডা কারে কামড়াইল বা কেডা বা বোমা বসাইল্ কার বুকে, তা দিয়্যা মোর কোন মাথা ব্যথাডা ? থো। আমাগো শান্তিটা ভঙ্গ করে কেডায় ? বাপদাদার ভিটায় অ্যামনে অ্যামনেই এই জীবনডা কাইট্যা যাইব অনে। বেশি লোভলুভ নাই আমাগো।

www.BanglaBook.org

একটু খাওন-দাওন, গান-গাওন, নিশ্চিন্দি হয়্যা ঘুম যাওন, আর কি ? এই সামান্য সুখ্ রে হিংসা করব অ্যামন পাঁঠাটা আছে কেডা ? তুইই ক !"

- গজেনকাকু আবার সাইকেলে উঠল বিরক্ত হয়ে। বলল, "তোগে কিস্‌সু বলা না বলা সমানই। তরা ইক্কেরে আন্-ইডুকেটেড্।"

নদুকাকু, গজেনকাকুর দেওয়া সাংঘাতিক সব খবরে একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, "এতগুলো মদ্দা হাঁস লইয়া যাইতাছিস কনে ? গজনা ? কিসের লইগ্যা ?"

"দেখুম্। আরে কিসের লইগ্যা ?"

"হাঁস-ফাঁসও খাইত্যাছস্ নাকি রে তুই ?"

গজেনকাকু সাইকেলের চাকায় কির্‌কির্ শব্দ তুলে বলল, "ইয়েস ছ্যার। ফোর ইওর ইনফোরমেশোন্, আই ডুণ্ট ইট্ ফ্লেশ। এফ, এল ই, এস, এইচ, ফ্লেশ। বুজছ ?"

গজেনকাকু চলে গেল।

বিস্কুট বের করে একটা ঠোঙায় গুনে ভরতে ভরতে ভুলাই বলল "কী একটা ইংরাজি ফুটাইয়া গেল, বুঝলা কি কিছু, ও নদুদা ? মানষিডা কয় কী ?"

নদুকাকু গম্ভীর হয়ে বলল, "অ পাঁঠা খায় না।"

ঋভু হঠাৎ ফুট্ কেটে বলল, "ফ্লেশ মানে তো মানুষের মাংস আর পাঁঠার মাংস তো গোট্-মিট। ভেড়ার মাংস, মাট্‌ন।"

নদুকাকু লজ্জা পেল। বললে, "আর গরুর মাংস ?"

"বীফ্।" ঋভু বলল।

এমন সময় বিনুকাকাকে হরিসভার দিক থেকে আসতে দেখল ঋভু।

চেঁচিয়ে ডাকল। "বি-নু-কা-কা ... !"

বিনু ঋভুকে দেখেই দুটি হাত উপরে তুলে দুটি পাও প্যাডেল থেকে তুলে শামুকখোলের ডানার মতো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ-

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আ-আ করে সাইকেল ঘুরিয়ে এদিকে এসে ঘচাক্ করে ব্রেক করে থামল।

বলল, "কী রে ঋভু ? কী করছিস ?"

এমন সময় বুলবুলিও যেন কোথা থেকে উড়ে এল। ছেঁড়া নীল শাড়ি। আঁচল উড়ছে হাওয়ায়। ওর সারা শরীরে শাপলা আর ঢেকির শাক আর গুগুলির গন্ধ। ও যেন জলের পরী। ডানাকাটা।

বিস্কুট দেখেই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বুলবুলির। কিন্তু চাইল না ও ঋভুর কাছে।

বিনুকাকু বুলবুলির চোখ লক্ষ করে বলল, "কী রে ? খাবি ?"

বুলবুলি হ্যাঁ-ও বলল না, না-ও বলল না। হাসল শুধু।

পকেট থেকে এক আনা পয়সা বের করে বিনুকাকু বলল, "দে তো ভুলাই এক আনার ঝাল লেড়ে।"

"এক আনার ? এত্ত ?"

চোখ বড় বড় করে বুলবুলি বলল।

"হ্যাঁ। এক আনারই।" বিনুকাকু বলল।

নদুকাকু বলল, "মেলাই টাকা দেখতাছি রে তোর বিনু। খুব বড়লোক হয়্যা গ্যাছস্ মনে হত্যাছে। হলি, কী কইর‍্যা ?

বিনুকাকু উত্তর দিল না। লেড়ের ঠোঙাটা নিয়ে বুলবুলিকে দিল। বুলবুলি হেসে বলল, "ইস্‌স্ এত্ত !" তারপরই ওর হাসিরই মতো চুল ছড়িয়ে, লাল কাঁকরের পথে নীল শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ও নিজেও উড়ে গেল। বলল, "চল্লি রে রিভে। আবার দেকা হবে।"

বিনুকাকু বলল, "যাওয়া নেই রে, আয়।" তারপর বলল, "ওঠ ঋভু !"

নদুকাকু বলল, "জবাব দিলি না যে বড়, আমার কথার ? কী রে বিনু ? খুব যে লাট্ হছিস্ দেখতাছি।"

"নিরু হালদারের পাটের গুদামে হিসেব লিখে রোজগার করি নদুদা। সারাজীবন তো বাবা-দাদুর পয়সায় বসেই খেলে। নিজের

www.BanglaBook.org

রোজগারের যে কী সুখ, তা তো বুঝলে না। তোমার সঙ্গে টাকা পয়সার আলোচনা করতে চাই না। নিজে, নিজের মেহনতে এক আনা রোজগার করো, তারপর আলোচনা হবে।"

"বটে ? বড় লায়েক হছিস্ দেখতাছি তুই ?" বলে, খুব রাগ রাগ চোখে তাকাল নদুকাকু, বিনুকাকুর দিকে।

বিনুকাকু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কোনো উত্তর না দিয়েই বলল, "আয় রে ঋভু।"

ঋভু সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বসল।

"আজ বিকিলে বুদুস্ আর পুঁটু তোকে ডেকেছে রে ক্যানালের ধারে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলার জন্যে।"

"আসতে রাত হয়ে যাবে যে, " ঋভু ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "মা বকবে। তা ছাড়া, এ বাঁশঝাড়টা—উরিবাবা !"

ঋভু একটু অন্যরকম। ও জানালার পাশের পড়াশুনার টেবলে বসে ছবি আঁকতে, বই পড়তে, বা কিছু লিখতেই ভালবাসে। এখন একটা বই পড়ছে ও, নাম "মবি ডিক"। একটা নীল তিমিমাছ আর জাহাজের একজন একপাওয়ালা, খোঁড়া ক্যাপ্টেনের গল্প। কী সাহস। কী জেদ। মবি ডিক্।

"মেরেছে রে-এ-এ-এ-এ। বলেই, বিনুকাকা সামনের বড় তেঁতুলগাছটার নীচে সাইকেল থামাল ব্রেক করে। এবং থামার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টির চাদর ধেয়ে এল পেছন থেকে। বড় বড় ফোঁটায় শুরু হল বৃষ্টি।

এতক্ষণ ঋভুর নাকে ভুলাই-এর দোকানের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটাই মাখামাখি হয়েছিল। এই হঠাৎ-বৃষ্টির পরে চিনির মতোই তা গলে গেল। দারুণ লাগে দোকানের গন্ধটা। কেরোসিন তেল, সরষের তেল, গোলা সাবান, জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা, ঝোলা আঁখি গুড়, মুগের ডাল, হিং, ধূপকাঠির ধুঁয়ো এবং ভুলাই-এর ঘেমো গায়ের গন্ধ সব মাখামাখি হয়ে থাকে যেন দোকানটার মধ্যে। দোকান ছেড়ে

www.BanglaBook.org

চলে আসার অনেকক্ষণ পর অবধিও নাকে সেই হরজাই গন্ধ লেগে থাকে।

গন্ধটাও ধুয়ে গেল। বৃষ্টিটাও থেমে গেল। ঝকঝকে রোদ উঠল। আর রামধনু। মাঠের দিগন্ত জুড়ে। একটা মাছরাঙা, রামধনুর সব রঙ চুরি করে নিয়ে ডানায় মেখে কাঁচের গেলাস ভেঙে যাওয়ার মতো আওয়াজ করে হঠাৎই উড়ে গেল। সোজা, উপরে। বোধহয়, ভগবানের কাছে। ভাবল ঋভু।

বিনুকাকা বলল, "ওঠ্।"

আবার উঠে বসল রডের উপর, হ্যাণ্ডেলে দু'হাত রেখে। সাইকেল চলল। এখন একটা ভুসভুসে শব্দ হচ্ছে ভেজা কাঁকুরে পথে। একটু গিয়েই ওরা এবার ফাঁকা, বৃষ্টিভেজা মাঠ এবং ক্যানালের পাশে পৌঁছে গেল।

"বৌদি চা তো খাবেন সেই চারটেতে। কী রে ঋভু? ঠিক সময়মতোই বিস্কুট নিয়ে পৌঁছব। কোনো চিন্তা নেই তোর। আয়। একটু বসি এইখানটাতে।"

ওরা গাছের গুঁড়িতে সাইকেল ঠেস্ দিয়ে রেখে বসল।

বেশ লাগছে। এটা সেটা গল্প করতে লাগল দুজনে। একটু পর হঠাৎই ঝলমলে রোদ আর রামের ধনুকের রঙের বাহার আবার সবই মুছে নিল কালো মেঘের উড়াল কালো আঁচল। এক ঝাপটাতে। বিনুকাকা বলল, "শ্রাবণ তো নয়, রাবণ। অন্ধকার হয়ে এল। গা-শিরশির-করা হাওয়া দিতে লাগল। ধানের চারা কাঁপতে লাগল শীতে। মন খারাপ হয়ে এল ঋভুর এমন কালোতে।

বিনুকাকা বলল, "আলো না থাকলে অন্ধকার মরে যেত, অন্ধকার না থাকলে আলো, তাই, না?"

হঠাৎই বিনুকাকা উপরে আঙুল দেখিয়ে বলল, "দ্যাখ্, দ্যাখ্ ঋভু, শিগগির দ্যাখ্।"

ও উপরে চেয়ে বলল, "আহা!" নিজে থেকেই কথাটা ওর মুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

সাদা বকেদের মস্ত এক দল, কালো মেঘের পটে কুন্দফুলের মালার মতো দুলতে দুলতে, কাঁপতে কাঁপতে উড়ে চলেছে। কে জানে, কার গলায় সেই মালা পৌঁছবে ? ঝিরঝির করে পাতায় পাতায় চিরুনি বুলিয়ে জোলো হাওয়া বইছে। এখুনি বৃষ্টি নামবে। উঠল ওরা। ঋভুদের বাড়ির দিকে মুখ ঘুরাল সাইকেলের। হঠাৎ উপরের উড়ন্ত সাদা মালাটি ডাইনে বাঁক নিল। উপরে-তাকানো ঋভুর মনে হল এই হঠাৎ মোচড়ে দু-একটি ফুল মালা থেকে খসে নীচে পড়বে বুঝি আকাশ থেকে ! কিন্তু কিছুই হল না। ভাঙা মালা, আবার জোড়া লেগে গিয়ে দুলতে দুলতে কাঁপতে কাঁপতে ভাসতে ভাসতে দূরে এগিয়ে যেতে লাগল ঘন কালো মেঘের পটভূমিতে।

ঋভু বলল, "ইস্‌স্‌। আমারও যদি ডানা থাকত !"

"থাকত কী রে ! আছে তো রে। ডানা তো আছে।"

"কই ?" মিছিমিছি বোলো না !" রেগে বলল ঋভু।

"আছে।"

ঋভু কাঁধের কাছে হাত ছোঁওয়াল।

"বলল, বিনুকাকা, তুমি না···।"

"আমরা যে মানুষ রে ঋভু, " বিনুদা বলল, "আমরা তো বক নই। আমাদের ডানা তাই-ই দেখা যায় না। শরীর দিয়ে তো উড়ি না আমরা। মন দিয়ে উড়ি। এক জায়গায় বসে-বসেই সারা পৃথিবীর আকাশে উড়তে পারি। কোথাওই যেতে মানা নেই রে। হারিয়ে যেতেও মানা নেই। মনে মনে।"

ঋভু ভাবছিল কী সব এলোমেলো বলে বিনুকাকাটা। সব কথা স্পষ্ট বোঝাও যায় না।

বিনুকাকা বাঁ হাত হ্যাণ্ডেল থেকে ছেড়ে দিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে গান গাইতে লাগল গলা তুলে,

"মেঘের কোলে কোলে, যায়রে চলে বকের পাঁতি···

www.BanglaBook.org

ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে
অলক্ষ্যতে লক্ষ্য ওদের, পিছনপানে তাকায় না রে ॥
যে বাসা ছিল জানা, সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা—
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥
ওরা ঘর ছাড়া মোর মনের কথা
যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি…
মেঘের কোলে কোলে যায় রে ঢলে বকের পাঁতি…"

সাইকেলের হ্যাণ্ডেল দু' হাত দিয়ে, শক্ত করে ধরে, রডে বসে ঋভু উড়ে-যাওয়া সাদা খইয়ের মালার মতো দূরের বকেদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

ঋভু ভাবছিল, খুব ভাল গান গায় বিনুকাকুটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

ঋভু গাঙ-মাঝিনার বিলে ডিঙি বেয়ে চলছিল। ঠিক একা নয়। সঙ্গে ছিল বুলবুলি। পিছনের পৈঁঠায় বসেছিল। লাল-কালো একটি ডুরে শাড়ি পরে। তার আঁচল উড়ে উড়ে পড়ছিল জলে। বুলবুলি নিজের মনে কথা বলছিল, হাসছিল ; ছেঁড়া আঁচল জলে ভিজে যাওয়ায় তাই তুলে নিয়ে মুখের ঘাম মুছছিল।

গাঙের শেষ প্রান্তে এসে মিশেছে তিস্তার একটা শাখানদী। জলে এখানে তোড় আছে। দাঁড় স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। চারদিক জল থৈ-থৈ, হাওয়া হৈ-হৈ। সবুজ শরবন জলে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বক উড়ছে, পানকৌড়ি, ডাহুক ডাকছে বিলের পাশের জলা জমি থেকে। নানারঙা মাছরাঙা বসে আছে, উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। তাদের ডানায় ডানায় রোদ ঠিক্‌রে যাচ্ছে, হাওয়া সেই ঠিক্‌রানো রঙ বুকে তুলে নিয়ে উধাও হচ্ছে গাঙ-মাঝিনার জলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কোথায় রে ?" ঋভু শুধোল।

"আরেকটু চল্ না।" ধমকে বলল বুলবুলি।

"জলের তোড় যে বাড়ছে রে আস্তে আস্তে ! ডিঙি যদি ঘুরে যায়, তাহলে তো একদম নদীতে ! সামাল দেব কী করে ! ছোট্ট ডিঙি !"

"ফুঃ পারিস না বাইতে, তাই-ই বল। না পারলে, আমায় দে। গাঙ-মাঝিনা তো বিলই একটা। রোজ রোজ গাঙ-জীবনে একা মেয়ে হয়ে আমার ভাঙা ডিঙি বেয়ে চলেছি কেমন করে তা যদি তুই জানতিস বড়লোকের ছা। আমায় দাঁড় দে। দে।"

"তাইই দিই আর-কি ? এ মেয়েছেলের কম্মো নয়।"

এ কথাটা বড় জ্যাঠামশায় প্রায়ই বলেন। শক্ত কাজ দেখলেই বলেন, ছাড় দেখি, এ মেয়েছেলের কম্মো নয়।

ঋভু অধৈর্য গলায় বলল, "কোথায় তোর ঘড়িয়াল ? কত বাজে গপ্পই না করতে পারিস। কুমিরে শিস দেয়। ঘটওয়ালা কুমির আছে এখানে। বুড়ো, পাঁচ-ডিঙি লম্বা। যত্ত সব বানানো গল্প।"

"আছেই তো ! পনেরো হাত, কুড়ি হাত, বুড়ো হয়ে হয়ে জলের ঝাঁঝির মতো সবুজ হয়ে গেছে তারা। গায়ে পিছল-পিছল শ্যাওলা জমে গেছে। প্যাতপ্যাত করে কাদায় বুক ঘষে ঘষে থপথপে হাত-পা হড়কে হড়কে চলে। মাঃ। গা গুলোয় আমার। দেখলেই ! এঃ !"

"ফুল নেই এখন কেন রে ? শাপলা, পদ্ম, নীল পদ্ম ?" ঋভু শুধোল।

"ফুলেরা এখন ঘুমিয়ে আছে। ফুলের মধ্যে ফুল, তার মধ্যে আরও ফুল, বীজের মধ্যে বীজ, ভ্রমরের মধ্যে ভ্রমর, লাল ফড়িং-এর ঘুমের মধ্যে নীল ফড়িং, জলের মধ্যে জল, হাসির মধ্যে হাসি, ঘাসের মধ্যে ঘাস, শ্যাওলার মধ্যে শ্যাওলা, সব, সব, সব ঘুমিয়ে আছে এখন। ঘুমের মধ্যে ঘুম। গভীর ঘুমের মধ্যে পাতলা ঘুম। নাচ ঝুমঝুম, গান গুমগুম্। হ্যাঁ রে বিভে, তুই কিস্সু জানিসনে।" বলেই চিৎকার করে বলল, "ঐ দ্যাখ্। সামনে চেয়ে দ্যাখ্ ঐ সোজা।"

www.BanglaBook.org

বেশি জলে চলে এসেছে ওরা। জলের মধ্যে জলের গা-ঘষার দাঁত কিড়মিড় তরল রাগের শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। খল্‌খল্‌ করে জল এলোমেলো কথা বলছে। জলের কথা জল শুনছে, জলে ডুবছে।

এক দমকে নৌকাটা দৌড়ে গেল অনেকখানি এবং সামনে চেয়েই ঋভু দেখল, একটা দ্বীপের মতো। তার মধ্যে ঘন সবুজ ঘাস, বড় বড় ঘাস-ফড়িং, জল-ময়না, জল-শালিক, কাঁচপোকা সকলে মিলে মনের সুখে এক্কা-দোক্কা খেলছে আর জলের পাশের কাদার মধ্যে পোড়া কাঠের বিকট এবড়ো-খেবড়ো অনেকগুলো গুঁড়ির মতো শুয়ে আছে কুমিরগুলো। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। নড়ে না চড়ে না, মরেই গেছে যেন। ছোট ছোট কতগুলো পাখি কুমিরগুলোর গায়ে নাচানাচি করছে। বুলবুলি বলল, "কুমিরের ডিম খেয়েছিস কখনও ? খাসনি নিশ্চয়ই।"

"নাঃ।" ঋভু হাল ছেড়ে বলল। বুলবুলি তার চেয়ে এত বেশি জানে, এত বেশি বোঝে, এত বেশি অভিজ্ঞ যে, তার সঙ্গে টেক্কা না মেরে, তাকে মেনে নেওয়াই ভাল।

চোখমুখ নাচিয়ে বুলবুলি বলল, "সেই তোকে বলেছিলাম না, আমি একবার খেয়েছিলাম ঘড়িয়ালের ডিম। কাঁচাও খেয়েছিলাম। আবার মামলেট ভেজেও। ভাল করে কাঁচালঙ্কা প্যাঁজ কেটে জম্পেস করে তাতে ফেলে। আঃ, যা খেত্তে না!"

বোধহয় ওদের কথাবার্তা শুনেই কুমিরদের বন্ধ চোখগুলো একে একে খুলে যেতে লাগল। তারপর এঁকেবেঁকে কাদায় প্যাতপ্যাত করে তারা ঝপাং ঝপাং করে জলে পড়তে লাগল। সবচেয়ে বড় কুমিরটা একেবারে সোজা ডিঙিটার দিকেই মুখ করে ঝপাং করে জলে ঝাঁপাল। জলে ঢেউ উঠল বিরাট। তারপর বড় ঢেউ, মেজ ঢেউ, সেজ ঢেউ, ন'ঢেউ, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউ কুর্‌কুর্‌ ঢেউ কুল্‌কুল্‌, ঢেউ খুল্‌খুল্‌ করে হাজার হাজার ঢেউয়ের ডিম ফুটে ঢেউয়ের বাচ্চা

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেরুতে লাগল অসংখ্য সাপের মতো। কালো কুৎসিত বুড়ো কুমিরটা যখন হাঁ করে শুয়ে ছিল, ভাল করে দেখেছিল ঋভু, ওর হাঁ-এর মধ্যে পুরো ডিঙিটাই ঢুকে যেতে পারে অনায়াসে। কিরি-কিরি দাঁত। চেহারাটি বজ্জাত। ঋভু বাঁ পা-টা পৈঁঠার উপর তুলে দিয়ে দু হাতে দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমিরটা যেখানে জল ফুটো করে কাঁচের মতো জলের গগন গুঁড়িয়ে দিয়ে মিলিয়ে গেছিল, সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

বুলবুলি পৈঁঠার উপর থেকে নেমে পড়ল খোলে, সড়াত করে ; নেমেই বলল, "বসে পড় রিভে, শিগগিরি বোস্, ল্যাজ দিয়ে বাড়ি মেরে নিয়ে নেবে তোকে কুমিরের ঠাকুর্দা।"

ঋভু ভয় পেয়ে থপ্ করে থেবড়ে বসে পড়ল নৌকার খোলে আর সঙ্গে সঙ্গেই কালো জল-ভেজা একটা প্রকাণ্ড হাতির শুঁড়ের মতো লেজ চাবুকের মতো সপাং করে হাওয়া কেটে জলছড়া দিয়ে ঘুরে গেল ও যেখানে বসেছিল সেখান দিয়ে হাওয়া কেটে ঋভু আর বুলবুলির মাথায়।

সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলি উঠে দাঁড়াল। ওর দু'নাকের পাটা ফুলে উঠল, দু'চোখে আগুন, লাল-কালো ডুরে শাড়ির আঁচল খসে পড়ে উদ্‌লা গা বেরিয়ে পড়ল। ঋভু অবাক চোখে, ভয়ে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বুলবুলির দিকে চেয়ে রইল। বুলবুলি মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়টা ঋভুর হাত থেকে তুলে নিয়েই মাথার উপর ঘুরোতে লাগল। তারপরই জলের একটুখানি উপর ভেসে ওঠা অদ্ভুত ভুতুড়ে ড্যাবা-ড্যাবা চোখের উপর সপাং করে বাড়ি মারল দাঁড় দিয়ে। জল লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, চারিদিকে টুকরো হয়ে গলা কাঁচের মতো জল ছিটকে উঠল। ডিঙিটা একবার কাত হয়েই, আবার সোজা হয়ে গেল।

ঋভু ভয় পেয়ে বুলবুলির কোমর জড়িয়ে ধরল। কিন্তু বুলবুলি তখন আর মানুষের মেয়ে নেই। সত্যিই ডাইনি হয়ে গেছে। সপাং সপাং করে বাড়ি পড়তে লাগল এপাশ-ওপাশ। দাঁড়ের চাবুক খেয়ে

www.BanglaBook.org

জলের চোখের জল গড়িয়ে গেল। জলের কান্নায়, মাঝিনা-গাঙে বিলের চোখ ছলছল করে উঠল।

"এত্ত সাহস! দাঁড়া, আমি তোদের কুকুচিরা দেবতাকে সব ব দেব। তোরা ভেসে যাবি এবার তিস্তার বানে। তারপর জলে তোড়ে ড্যাঙায় গিয়ে উঠবি। কাউঠার মতো তোদের উল্টে ফে তোদের বুকের নরম মাংস দিয়ে শুকনো লঙ্কা বেটে ঝাল বানিয়ে খ আমি আর রিভে; তখন বুঝবি রে কুমিরের পো।"

ডিঙিটা অনেকক্ষণ দোদুল দুলে থেমে গেল একসময় স্থির হয়ে একটা মেছো-চিল কাঁদতে কাঁদতে উড়ে গেল ওদের মাথার উপ দিয়ে। চিতল মাছে ঘাই দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কাত মাছের পিছল কালো ঝাঁক জলের গলিতে ভয় পেয়ে দৌড়ে গেল জলে মাছের গন্ধ।

আকাশে জলের গন্ধ। বুলবুলির গায়ে কদমফুলের গন্ধ। ক রাতে ও নাকি একরাশ কদমফুলের উপর শুয়ে ছিল। রাধা হয়েছি নাকি!

ভয় কেটে গেলে, ঋভু বলল, "এ সব কুমির কোথায় থাকে বুলবুলি?"

"থাকে এক জায়গায়। গিয়াসুদ্দিন-চাচা জানে। অনেকবার গে সেখানে। কুমির শিকার করতে। আমি বলেছি, যাব একবার ও সঙ্গে। আমাকে নিয়ে যাবে।"

"কোথায়?"

"যেখানে পৃথিবীর সব কুমিরদের বাড়ি, সেইখানে। কত্ত কুমির কুমিরে কুমিরে কুমিরালি। চল্, তোকেও নিয়ে যাব।"

"কোন্ দহে?"

"দহ নয় রে; সে নদী।"

"কোন্ নদী?"

"নদীর নাম জিঞ্জিরাম। গ্রামের পর গ্রাম, নদীর পর নদী; খাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর খাল, আরামের পর আরাম পেরিয়ে গিয়ে তবে জিঞ্জিরাম।"

"কোথায় সে নদী ? যাবি কেমন করে ?"

"গিয়াসুদ্দিন-চাচা বলেছিল, ভরা শ্রাবণের পার-হারানো জলের তেপান্তরের ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে উত্তরে বেয়ে বেয়ে গিয়ে ধুকড়ির নেতাধোপানি ঘাটের উল্টো পাড়ের খালে ঢুকে, শালমোড়া বসত। তা পেরিয়েই, উদোম বাদা। শরবন, নলবন, গা-শিরশির হিম-হিম হাওয়া সেখানে। ঠিক যদি বাইতে পারিস, তবে সেই বাদার মুখে রাতে নৌকা নোঙর করে ছইয়ের তলায় খেয়ে-দেয়ে ঘুম। খুব ভাল ভাঙনি মাছ পাওয়া যায় নাকি সেখানে। শুধু এট্টু হলুদ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করে ঝোল রাঁধব। তুই আর গিয়াসুদ্দিন-চাচা খাবি রূপশালি ধান দিয়ে হাপুস-হুপুস। কী মিষ্টি ভাত ! কী মিষ্টি মাছ ! লণ্ঠনের আলো দেখে মাছেরা ভিড় করে এসে বিড়-বিড় করবে নৌকার চারপাশে। মাছেদের নিশ্বাসে কথা থাকে। আমি শুনতে পাই। তুই পাবিনে। হুদুম-গাদুম করে হাওয়া দেবে নলবন শরবনের বুকে ভয় জাগিয়ে। আর পিটির্-পিটির্ টিটির্-টিটির্ করে বৃষ্টি পড়বে হু-হু হাওয়ায় ঘুরে-ফিরে। শ্রাবণরাতের মেঘ-ফোঁড়া হঠাৎ তারারা ভীরু-ভীরু কাঁপা-কাঁপা চোখে চাইবে আমাদের দিকে। নৌকার ছইয়ের নীচে আমি আর তুই নক্‌শি-কাঁথা গায়ে দিয়ে পেট মাদিয়ে মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে বেশ শুয়ে থাকব রাতটা। বর্ষা রাতের জলের ওপর ঢেউয়ের মতো ভেঙে ভেঙে ভেসে আসবে ভাটিয়ালি আর সারি জারি গানের কলি।"

"জিঞ্জিরামে পৌঁছোবি কখন ?"

"আরে সেই কথাই তো বলছি। পরদিন ভোর-ভোর নারকোলকুচি দিয়ে মুড়ি খেয়ে আবার নৌকা বাইবে গিয়াসুদ্দিন-চাচা। ঠিক ভর-দুকুরে পড়ব গিয়ে জিঞ্জিরাম নদীতে। ওপারে গারো পাহাড়। বেগুনি বেগুনি ফুল ফুটবে তখন ঝাউয়ের মধ্যে মধ্যে, নাম-না-জানা ঝাড়ে ঝাড়ে। হাওয়ায় ভেসে আসবে

www.BanglaBook.org

পাহাড়ের গায়ের হরজাই গাছের পাঁচমিশালি গন্ধ। আর আমরা নৌকা বেয়ে চলব রাঙাতলার দিকে। দু'পাশে বড় বড় গাছের ছায়া গভীর হয়ে পড়বে জলের উপর। গাছেরা গলায় গলায় গলাগলি করে ফুলে ফুলে ফুলেল হয়ে জিঞ্জিরামের আরশিতে মুখ দেখবে। দিনমানেও সেখানে গভীর অন্ধকার। নদীর গভীর জল ঘনকালো। বল্, কী ভাল না ?"

"সেখানে কী ?"

"ও মাঃ ! সেখানেই তো চাষার বৌদের কুমিরে নেয় প্রতিবছর। বৌ মরে যাওয়ায় কত চাষা বিয়ে করল আবার। বৌ তো মরে ভাগ্যবানের। জলের উপর ভেসে ওঠা মরা কুমিরের পেটের মধ্যে থেকে বেরোয় সোনার বিছে-হার, কোমরের পৈছাঁ, বাজুবন্ধ, রুপোর পায়জোর। আহা, সে কী কান্না রে চাষাদের ! গিয়াসুদ্দিন-চাচা নিজের চোখে দেখেছে। বল্, ঐ গয়নাগুলো আমায় দেবে কেউ ? কেউই দেবে না। গয়না-পরা নোলক-নাড়া মিষ্টি-মিষ্টি বউ দিয়ে দিল কুমিরদের, শুধু আমাকেই দেয় না কিছুই। পাষণ্ড।"

"পুরনো বৌয়ের কথা ওদের মনে পড়ে না ? চাষাদের ?"

"হ্যাঁ। পড়ে বইকি ! চাষা কাঁদে হাঁউ-মাঁউ করে। আর নতুন তাঁতের শাড়ি-পরা নতুন গন্ধ ভরা নতুন বউ মরা সতিনের পৈঁছা আর বিছে-হার আর বাজুবন্ধ সারা গায়ে পরে, সিঁথিতে সিঁদুর লেগে দেওয়ালের গায়ে-ঝোলানো রাঙাতলার হাট থেকে সদ্য-কিনে-আনা আরশিতে নিজেকে দেখে বারে বারে। ঘুরে-ফিরে। আর বলে, আহা রে ! সতিনকে কেন কুমিরে খেল রে ? না খেলে, ন্যাকা তুই কেমন করে নতুন বউ হতিস রে ? বোঝে সব, ভাব দেখায় কিছুই বোঝে না যেন !"

ঋভু বলল, "বাড়ি যাবি না ? এবার বাড়ি চল্। বুলবুলি, দ্যাখ্ বুলবুলি ; পশ্চিম দিক কীরকম কালো করে এসেছে। চল্ চল্। পুবে হাওয়া দিল।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"যাব রে যাব। দাঁড়া, এট্টু গল্প করি। এখানে তো আমরা একা। কেউ তাড়াও দিতে পারবে না, বকতেও পারবে না। ভারত স্বাধীন। কী মজা বল ?"

"তা যা বলেছিস।"

"চল্, ফিরব একটু পরই। ফেরার পথে জলের ওপর, কি আশেপাশে চোখ রাখবি। ঢোঁড়া সাপ দেখলে বলবি আমাকে। ভুলিসনি যেন। তুই যা হাঁদা।"

"ঢোঁড়া সাপ ? কী করবি ?"

"ন্যাকা ! ধরব ! হলুদ ঢোঁড়া অনেকদিন খাই না। তেঁতুল দিয়ে টক রাঁধব। ঠাক্‌মাও জুলজুল চোখ করে এক হাঁড়ি ভাত খাবে। আবারও সব জেনেশুনে জিজ্ঞেস করবে, কী রাঁধলি লো ? ছেম্‌ড়ি ? বলব, এই তো ঠাক্‌মা। ব্যাঙের ছাতা। গাঙ-মাঝিনা ঝিলের পাশের বেঙা-মাঠ থেকে তুলে এনেছি তোমার জন্যে। ঠাক্‌মা আসলে সবই জানে ! জানিস ! সবই জানে। বুড়ো আর বড়লোকগুলো এত মিথ্যে বলে কেন বল তো ? সব জেনেও না-জানার ভাব করে। পাঠশালে তো তাদের কত কী-ই শিখোয় ? কী রে রিভে ? বল্ না। যদি নাই-ই বলতে পারলি বুড়ো-বুড়িরা ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথা কেন বলে, তালে পাঠশালে শেখায়টা কী ? আমি যেতে পারিনি বেঁচে গেছি। চ্যান করগে যা।"

"মেয়েদের নেবেই না পণ্ডিতমশায় ! মেয়েরা আবার পাঠশালে পড়ে নাকি রে কখনও ?"

"মেয়ে-মেয়ে করবিনে। তুইই কি ছেলে নাকি ? প্যান্টুলুন পরলেই কি ছেলে হয় ? ছেলেরা এত ভিতু হয় কখনও ? তুইও তো একটা মেয়ে। আর আমি তো মেয়েই। এই গ্রামে একটাও ছেলে দেখলাম না। ছেলের মতো ছেলে। সব ঢোঁড়া সাপ। থুঃ।"

"কেন ? বিজনদা। সেই যে কেমন চিতাবাঘটা মারল সেদিন বন্দুক দিয়ে ?"

www.BanglaBook.org

"তুই না ! একটা আস্ত পাঁঠা ! সত্যি পাঁঠার চেয়েও পাঁঠা। ওকে আবার সাহস বলে ? ভয় পেয়ে চিতা উঠল কাঁঠাল গাছে। ডাল জাপটে শুয়ে চিচিঙ্গার মতো লেজ ঝুলিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইল বাবার নাম জপ করে ভালমানুষের পো-এর মতো, আর তোর বিজনদা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মাথার উপর কাঁসার জামবাটি বসিয়ে গামছা দিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে গদাম্ করে হতভাগা গুলিখোর বেচারি চিতাকে গুলি করে পট্‌কে দিল। সে আবার সাহসী ! ভিতুর ডিম। কাপুরুষ। সমানের সঙ্গে লড়াই করার সাহস যে রাখে সেই হচ্ছে সাহসী। চিতার হাতে কি দো-নলা বন্দুক ছিল ?"

"গ্রামে তা'বলে একজনও ছেলে নেই ? সবই মেয়ে। এত ছেলের মধ্যে আমাকেও তোর ছেলে বলে মনে হয় না ?"

"তুই ? তুইও একটা মেয়ে। নইলে তোকে সই পাতাই ?"

"তুই একটা বাজে মেয়ে। তুই মেয়ে নয়, ছেলে ; গুণ্ডা।"

"ছেলে একটা আছে বটে। ছেলের মতো ছেলে। কী সাহস তার। ইয়া বুকের পাটা। শাম্‌লা রঙ। একেবারে কেষ্টঠাকুরের মতো। কথা কয় না। শুধু মিটিমিটি হাসে আমার সঙ্গে দেখা হলেই।"

"থাকে কোথায় সে ? নাম কী তার ? কোন্ গ্রামে থাকে ?"

"সে গ্রামের নাম স্বপ্ন। আমার সাহসী কালোমানিক থাকে স্বপ্নে। তার কোনো নামও নেই। আমার যখন ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে, তেমন নতুন নতুন নামে ওকে ডাকি। ওকেই আমি বিয়ে করব। দেখিস্।"

"স্বপ্নে যে থাকে, তাকে বিয়ে করবি কেমন করে ? তুই না..."

"সত্যি বিয়ে তো আমার হবে না কখনও। পণ দেবে কে ? বেনারসি, গয়না ? তাছাড়া আমি যে পাগ্‌লি। আমার বিয়ে হবে স্বপ্নেই। স্বপ্নে সানাই বাজবে বেলফুল আর রজনীগন্ধা আর কেয়াফুলের গন্ধে স্বপ্ন ভুরভুর করবে। ফুলের পালঙ্কে, ফুলের মশারিতে রঙ-বেরঙা প্রজাপতিদের নাচের ছমছমানির মধ্যে স্বপ্ন-স্বপ্ন

www.BanglaBook.org

বিয়ে হবে আমার। দেখিস্।"

ডিঙিটা গাঙ-মাঝিনা থেকে খেয়াঘাটের দিকে চলে আসছিল।

বুলবুলি চেঁচিয়ে বলল, "ঐ দ্যাখ্ রিভে, উদ্‌বেড়ালের বাড়ি। দেখছিস, উঁচু পাড়ের মধ্যে বালিতে গর্ত। উপর থেকে ঝপাং-ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ে জলে। আর মাছ মুখে করে তরতরিয়ে উঠে যায় আবার গর্তে। ধড়ফড়ানো মাছ খায় কচকচিয়ে। গোঁফ নাচিয়ে।"

বৃষ্টিটা নেমে এল হাওয়া মরে যেতেই। প্রথমে ফিসফিস করে। তারপর ঝমঝমিয়ে। এত জোরে পড়তে লাগল যে, ডিঙির খোলে জল জমে গেল দেখতে দেখতে। অ্যালুমিনিয়ামের একটা ভাঙা সান্‌কি ছিল খোলের মধ্যে এক কোনায়। সেটা ভাসতে লাগল।

বুলবুলি ধমক লাগাল। বলল, "দেখছিস কী হাঁ করে? জল ছেঁচে ফ্যাল্ বাইরে শিগগির। কুমিরের পেটে গিয়ে কি ছানা হয়ে বেরুবি ভুঁড়ো শেয়ালের খাদ্য হয়ে?"

জোরে জোরে জল ছেঁচতে লাগল ঋভু। দুজনে ভিজে চুপচুপে। নাক বেয়ে, কান বেয়ে, মাথা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বৃষ্টিতে ডুবডুবা-হাঁসের তলপেটে গন্ধ। আর বৃষ্টির ছাটে রূপশালি ধানের গন্ধ। সারা গাঙ-মাঝিনার বুক জুড়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ায় ঋভুর মনে হল পুরো গাঙ জুড়েই যেন ভাত ফুটছে টগবগিয়ে। কিন্তু গরম ভাত নয়, পান্তা ভাত। এক জোড়া পানকৌড়ি আঁখটে মেছো গন্ধ ছড়িয়ে পাশ দিয়ে উড়ে গেল। ছেঁচে ছেঁচে জল কমাতে কমাতে হঠাৎ ঠাহর করল ঋভু যে, বৃষ্টির তোড়ও হঠাৎ কমে গেল। ফড়িং উড়ল ফিন্‌ফিনে, স্বচ্ছ, লালচে ডানা মেলে। সোনালি সল্লিহাঁসের ঝাঁক শিস্ দিতে দিতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল গন্ধ ছড়িয়ে। কাছিম ডিগবাজি খেল জল চল্‌কে ভরা শ্রাবণের আনন্দে। পারের দিকে এগোতে লাগল ডিঙি। হিজল, জাম, সটান শিমুল, মাটির ঘরের সামনে গোবর-লেপা উঠোনের সামনে ঝুরঝুর শজনের সারি। অনেকক্ষণ পর জলের গন্ধ কেটে গিয়ে এবার মাটি-মাটি গন্ধ নাকে

www.BanglaBook.org

এল ঋভুর। অনেকক্ষণ একটানা জলের গন্ধে গা বমি-বমি করছিল ওর। নৌকা ভেড়াল ডাঙায়। একটা হলুদ-বসন্ত পাখি সুখী গেরস্থের বাড়ির শজনে গাছের ডালে চমক তুলে দুখী গেরস্থর বাড়ির পেয়ারা গাছের দিকে উড়ে গেল হলুদ-কালো স্বপ্নের ঝিলিকের মতো। ডাঙায় পা দিয়ে ঋভুর মনে হল, মায়ের কোলেই এসে বসল। এই পৃথিবী, এই গাছ-ঢাকা, পাখিডাকা, ছায়া-ছায়া ডাঙার গন্ধ যেন মায়ের পাছাপেড়ে টাঙ্গাইল শাড়ির গন্ধেরই মতো। নাক ভরে গন্ধ নিয়ে প্রশ্বাস নিল ঋভু। না-বলেই বলল, আঃ। মনে মনে।

বুলবুলি বলল, "চললাম রে রিভে। বড় খিদে পেয়েছে।"

ঋভুর বড় ইচ্ছে করল যে, বুলবুলিকে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। মাকে বলে যে, ওকে খেতে দাও। কিন্তু পারল না। বুলবুলিরা যে গরিব লোক ; বেজাত। জ্যাঠামশায় বাড়ির মালিক। জ্যাঠামশায় বলেন, তেলে-জলে কখনও মিশ খায় না—বন্ধুত্ব, ব্যাভার, মাখামাখি, মেলামেশা সব নাকি করতে হয় সমানে সমানে।

বুলবুলির সঙ্গে ওর দেখা হয়, কথা হয় জানলে ওকে তুলোধোনা করবে সকলে। বিশেষ করে ওর হোঁতকামার্কা শুয়োর-মুখের জ্যাঠতুতো দাদা ; জতুদা। সে বুলবুলির নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, নিখাকি কোথাকার ! মেয়ে তো নয় ; ডাইনি। কে জানে ? কেন এত রাগ তার। ঋভু বোঝে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

পাঠশালা খোলার দিন এসে গেল। সেই যে বৃষ্টির দিনে পণ্ডিতমশায় একটি পোস্টকার্ড হাতে তুলে কাউকে দিয়ে সদরে পোস্ট করতে বলে দিয়েছিলেন, তারপর আর কিছুই বলেননি তিনি। ছুটিতে বাড়ি চলে গেছিলেন! কালকে, ঋভুর নামে একটি পোস্টকার্ড এসেছে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে।

পরমকল্যাণীয়েষু বাবা ঋভু,

অত্র পত্রে জানিবে যে আমি আগামী ২৫ তাং পৌঁছিব। তোমার জ্যাঠামহাশয়কে বলিয়া পাঠশালার ঘরটি তোমাদিগের মুনিষ দ্বারা মার্জনা করিয়া রাখিলে বড়ই বাধিত হইব।

মঙ্গলময়ের কৃপায় তোমরা সকলেই সুস্থ আছ আশা করি। আমরা একপ্রকার আছি। আমার একমাত্র পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যুর খবর জানিতে পারিয়াই তোমার হাতে পোস্টকার্ডটি দিয়া সদরে পোস্ট করাইতে বলিয়াছিলাম ; কারণ তোমার জ্যাঠামহাশয় এবং খুল্লতাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রায়শঃই সদরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এস্থলে আসিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমার পত্র আমার ভার্যার নিকট আদৌ পৌঁছায় নাই এবং তাঁর ঐরূপ মানসিক অবস্থাতে আমার নিকট হইতে কোনোরূপ সংবাদ অথবা সমবেদনা না পাইয়া তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই কালরূপী অসুস্থতা হইতে তিনি আর মুক্ত হইতে অপারগ হইয়া গত পরশ্ব ইহধামের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এই স্থলে তোমাদিগের হতভাগ্য শিক্ষকের আর কোনোই অবলম্বন বা পিছুটান রহিল না। এক্ষণে তোমরাই, অর্থাৎ আমার পোড়োরাই আমার একমাত্র ভবিষ্যৎ এবং অবলম্বন হইলে। ঈশ্বর যাহাই করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্যে। সুখে অথবা দুঃখে তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করিবে না। আমার অন্তরের গভীর বিশ্বাস-সঞ্জাত বলিয়াই এই বাক্য লিখিতেছি। যদি তিনি তোমাদিগকে কদাপি ত্যাগ করেন, তদাপিও তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। তাঁহার লীলা আমাদিগকে আমাদিগের বিচারার্থ নহে। বিচার-বহির্ভূত বটে। ইহা সর্বদাই অন্তরে সত্য বলিয়া জানিবে।

ইতি-আশীর্বাদক
শ্রীপ্রভুশেখর শাস্ত্রী
সাকিন পাঁচপাখি
পোঃ আঃ বেড়াজাল
জেলা পাবনা, বঙ্গদেশ

চিঠিটা মা পড়েছিলেন। তার আগে জ্যাঠামশাই। চিঠিটা পড়ে, ঋভুর চোখ ছলছল করে উঠল। মাকে জিজ্ঞেস করল ও, "পণ্ডিতমশায়ের চিঠি, কেমন করে এমন হল মা?"

ঋভুর মা ঘোমটা টেনে নামিয়ে জ্যাঠতুতো ভাই জতুদার কাছে গিয়ে শুধোলেন, "সেই চিঠিটা সদরে কেউ নিয়ে গিয়ে পোস্ট করেননি কেন? মানুষটার এতবড় বিপদ হয়ে গেল!"

www.BanglaBook.org

জতুদা জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন।

একটু পরেই ঋভুর জ্যাঠামশায়ের খড়মের আওয়াজ শোনা গেল, বড় ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার। তিনি এসে, পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে, ঘোমটা-টানা, মুখ পশ্চিমদিকে ঘোরানো, ঋভুর মায়ের উদ্দেশে বললেন, "পণ্ডিত কী ভাবেটা কী? আমি কি তাঁর ডাক-হরকরা? ঋভুর হাতে চিঠি পাঠালেই আমার সে চিঠি সদরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে? শুনে রাখো ভাদ্র-বৌ, আমরা হলাম গিয়ে নিচুবাংলার জমিদারের বংশ। আমাদের রক্তে এখনও আভিজাত্য আছে। ঋভুকে বলে দিও, ভবিষ্যতে এমন পরের লোকের পরোপকার যেন না করে। কেন চিঠি পাঠাইনি, তার কোনো জবাবদিহি আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তোমার কাছে তো নয়ই। অন্য কারো কাছেও নয়। জবাবদিহি করা আমার রক্তে লেখা নেই। কথাটা মনে রেখো। আর শোনো, তোমার ছেলেকে বলে দিও, ও যেন ঐ ভিখিরি বুলবুলি পাগলির সঙ্গে মেলামেশা না করে।"

বলেই, খড়ম খটখটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন আবার ঘরের ভিতরে।

মা ঘরে ফিরে ঋভুকে ডাকলেন। ঘোমটা সরিয়ে ফেললেন। মায়ের শান্ত, কালো, টানা-টানা চোখে আগুন ঝলসে উঠল। বললেন, "ঋভু, বিনুকে খবর দিয়ে আনা তো একবার এক্ষুনি।" তারপর বললেন, দাঁতে দাঁত চেপে, প্রায় মনে মনে, "অশিক্ষিত!"

ঋভু বেরিয়ে যাওয়ার আগে মায়ের দিকে চেয়ে শুধোল, "কেন মা? জ্যাঠাবাবু তো এনট্রান্স পাশ করেছেন।"

ঋভুর মা বললেন, "বইয়ের বিদ্যা আর শিক্ষা এক নয় ঋভু। তুই যেন সত্যিকারের শিক্ষিত হোস, বিদ্বান হবার তোর দরকার নেই। বিদ্যা থাকে কুলুঙ্গির কাগজের সার্টিফিকেটে, আর শিক্ষা মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়; তার স্বভাবে, আচারে, আচরণে। বই পড়ে বিদ্বান অনেকেই হতে পারেন। তোর পণ্ডিতমশাই অথবা তোর

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্কুল-কলেজ তোকে বিদ্যা ধার দিতে পারেন বা পারে ; কিন্তু শিক্ষাটাকে ভেতর থেকে গড়ে নিতে হয়। পৃথিবীর কোনো স্কুলই তোকে সব শেখাতে পারে না, যদি তুই চোখ কান খুলে না রাখিস, ভিতরে যে শিক্ষার উৎসটি আছে তাকে কাজে না লাগাস। তোর বাবা যে কবে আমাদের এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন ; জানি না। আমার একদিনও ভাল লাগে না আর এখানে। দমবন্ধ-দমবন্ধ লাগে !"

ঋভু অবাক হয়ে বলল, "কী বলছ মা ? এত আলো, এত হাওয়া, এত মাঠ ; তবু তোমার দমবন্ধ লাগে ? কলকাতার বাড়িতেই তো বরং আমার দমবন্ধ লাগে। কলকাতা কী বিচ্ছিরি !"

ঋভুর মা জানালা দিয়ে বাইরের পেয়ারা বাগানের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। জলপাইগাছটা প্রকাণ্ড। একটা আলাদা জঙ্গল বলেই মনে হয় তাকে একাই। বৃষ্টি পেয়ে পাতাগুলো সব ভরন্ত সবুজে সবুজ।

ঋভুর মা যেন নিজের মনেই বললেন, "বাইরেরই আলো-হাওয়ার মতো, প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যেও অন্য আর একরকম আলো-হাওয়ার ব্যাপার থাকে। দম-নেওয়ার। মানুষদেরই হয়তো থাকে ; অন্য জীবদের হয়তো নয়। বড় হলে, তুই নিজেই বুঝতে পারবি। সেই দমে টান পড়লে, শুধু বাইরের আলো-হাওয়া নিয়ে একজন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা আর সম্ভব হয় না। সে মানুষ, যদি সত্যিকারের মানুষ হয়।"

বিনুকাকুকে ডেকে নিয়ে এসেছিল ঋভু। মা বিনুকাকুকে বলেছিলেন, ঋভুকে সঙ্গে নিয়ে দুজনে যেন বিকেলে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের ঘর এবং পাঠশালা পরিষ্কার করে দিয়ে আসে। নারকোল-পাতার ঝাঁটা নিয়ে যায় যেন ওরা সঙ্গে করে।

ঋভুরা যখন গেল, তখন বুলবুলিও কোথা থেকে এসে জুটল। সারাদিন মেয়েটা কোথায় কোথায় যে ঘোরে। আর তার ঠাকমা

www.BanglaBook.org

বিড়বিড় করে গাল পাড়ে আর বলে, ছেমড়ির মরণ নাই।

বুলবুলি বলল, "থাক্ থাক্, আর ঠ্যাকার-ন্যাকারে দরকার নেই। এসব কি তোদের কাজ ? ঘুঁটে-কুড়োনির মেয়ে থাকতে, তোরা সব রাজকুমারেরা ঝাঁটা নিবি কোন্ দুঃখে ? দে, দে, আমায় দে।"

বলেই, ঘরদুটো ঝেঁটিয়ে পাশের মাঠ থেকে গোবর তুলে এনে তাতে ভাল করে জলছড়া দিয়ে নিকিয়ে একেবারে নতুনের মতো করে তুলল। তারপর বলল, "এবার চললাম আমি। তোদের বিদ্যেশিক্ষে ভালমতো হোক। তোরা সব জজ-ম্যাজিস্টর্ হ'। দেশের মুকুজ্জ্বল কর।"

পণ্ডিতমশাই সদর থেকে হেঁটে এলেন অনেকটা পথ। পরদিন উনি পৌঁছবার আগেই মায়ের কথামতো ঋভু গিয়ে পাঠশালাতে বসেছিল।

হাতে সাদা গোলাপফুল আঁকা একটা লাল-রঙা টিনের তোরঙ্গ নিয়ে পণ্ডিতমশাই যখন এসে পৌঁছলেন তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। রঙ্গনের ঝাড়ে মৌ-টুসকি পাখি ডাকছে। ছাতারে পাখির মেলা বসেছে পেছনের মাঠে। ফড়িং উড়ছে, পোকা উড়ছে নানারকম, পাখিদের মোচ্ছব লেগেছে।

ঋভু জল তুলে এনে রেখেছিল কুয়ো থেকে। ঋভুর মা বলেছিলেন, বিনুকাকুকে দিয়ে রাতের খাবার পাঠিয়ে দেবেন। পণ্ডিতমশাই হাত-মুখ ধুয়ে এসে দাওয়ায় বসলেন, বাঁশে হেলান দিয়ে। গামছা দিয়ে মুখ-হাত মুছলেন। ঋভুর কথা শুনে বললেন, "তোর মা-জননীকে বলিস যে, আমার স্ত্রী গত হওয়ার পর থেকে আমি একচড়া খাই। কাল দুপুরবেলায় যা হয় কিছু ফুটিয়ে নেব। রাতে আর খাব না কিছুই।"

ঋভু বলল, "এই রে ! তাহলে যে মাকে গিয়ে বলতে হবে।"

"বোস্ না একটু। যাবি খন।"

তারপরই, ঋভুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ।

www.BanglaBook.org

অস্ফুটে বললেন, "আশ্চর্য ! কী মিল !"

ঋভুর অস্বস্তি লাগছিল।

"পড়া করতে আসা ছাড়াও মাঝে মাঝে এমনিতেও তুই আসিস বাবা আমার কাছে। কিছুদিন অন্তত আসিস রে। বুঝলি, ঋভু।"

কেমন ভিখারির মতো গলার স্বর পণ্ডিতমশায়ের। এর আগে কখনও শোনেনি ঋভু। বড়ই অবাক হল। মায়া হল খুবই পণ্ডিতমশায়ের জন্যে। পাঠশালার ভয়াবহতার কথা ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভুলে গেল। ও ভাবছিল, একজন মানুষের মধ্যে বোধহয় অনেক মানুষ বাস করেন।

ডিম্‌লার রাজার বাড়ির গেট শব্দ করে খুলে গেল। আজ ল্যাণ্ডো গাড়ি বেরোল ; মোটর নয়। পাগড়ি মাথায় কড়া ইস্ত্রি করা চাপকান-পরা সহিস আর বরকন্দাজ। টু-রু-রু-রু-ঙ্..টুরু-রু-রু-ঙ..করে গাড়ির ঘণ্টা বাজল। ভেজা ধুলোর পথে চলে গেল গাড়ি।

কে গেল ?

রাজকন্যে ?

মধ্যের রাজকন্যেকে আজও দেখা হল না।

কোনোদিনও কি দেখা হবে না রাজকন্যেকে ?

ঋভুর মনে পড়ল, বুলবুলি একদিন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, "তোর এই অদেখা রাজকন্যে বুঝি সোনা আর রুপো আর ফুল আর জরি দিয়ে গড়া হবে ভাবিস তুই ? তুই একটা পাঁঠা। বলি না, সত্যি পাঁঠার চেয়েও পাঁঠা ! তু-ই শুনে রাখ রিভে। সব কন্যেরাই সমান। আমার মতো সাপ-খাউনি কন্যেও যেমন, তোর স্বপ্নের রাজকন্যেও তেমনই। তফাত শুধু হিরে-জহরতের, টাকাপয়সার, জাঁক-জমকের ; হাঁদা। ওরা ভাত আর ব্যঞ্জন ফেলে দেয় আর আমি আর আমার ঠাক্‌মা না খেয়ে থাকি ; এই যা তফাত। তুই একটা হাঁদারাম !"

ঋভু পণ্ডিতমশাইকে শুধোল, "সামনের এই পথটা যে বাঁয়ে বেঁকে

www.BanglaBook.org

গেছে, সে পথ কোথায় গেছে পণ্ডিতমশাই ? কত্তদিন জিগেস করব ভেবেছি।"

"এই পথ ? এ গেছে দিঠিমারি। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সে জঙ্গলে নাকি বড় কেঁদো বাঘ আছে।

"দিঠিমারিতে কী আছে ?"

"আমিও যাইনি রে কখনও। নিজের চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি, মস্ত এক মাঠ আছে সেখানে তেপান্তরের মাঠের মতো। হলুদ আর বেগুনিরঙা বুনো ফুল ফোটে মাঠময় আর বর্ষায় সোনালি আর নীলরঙা প্রজাপতি ওড়ে সারাদিন। তার পরেই মস্ত বিল। প্রায় নাকি আমাদের দেশের চলনবিলেরই মতো দেখতে ; তবে অনেকই ছোট। বিলের পাশে মজা জমি, আলেয়া জ্বলে সেখানে রাতের বেলা। দিনমানেও কেউ যায় না শুনেছি।"

"কেন ? যায় না কেন কেউ ?"

"ভয় পায়।"

"কিসের ভয় ?"

"ভয়ের ভয়।"

"ভয় কী পণ্ডিতমশাই ? ভয় কেন আমরা পাই ?"

"ভয় বলে কিছু নেই রে ঋভু। আমাদের জানার দিগন্ত যেখানে শেষ, সেখানেই ভয়ের দিগন্ত শুরু। আমাদের যা-কিছুই জানার বাইরের, সেই সব কিছুকেই আমরা ভয় করি। ভয় থাকবে বোকাদের মনে। তুই বুদ্ধিমান। লেখাপড়া শিখেছিস, তুই ভয় করবি কেন ? যেখানেই ভয় দেখবি, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়বি। সাঁতার কাটার মতো করে। দেখবি, জলের মতোই দুপাশে ভয় কেটে তুই সহজে এগিয়ে চলেছিস। যে ভয়কে ভাঙতে চায় ; তাকে সোজা ভয়ের দিকেই এগিয়ে যেতে হয়। ভয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করতে হয়।"

বিনুকাকু এল। মহা পাকার মতো বলল, "কী যে বলব আমি পণ্ডিতমশায় ! ঋভুর মা মানে বৌদিও বলে দিয়েছেন আপনাকে

www.BanglaBook.org

সান্ত্বনা দেবার ভাষা তাঁর নেই। অনেক কেঁদেছেন বৌদি আপনার চিঠি পাওয়ার পর থেকে। ক্ষমা চেয়েছেন আপনার পোস্টকার্ড পাঠানো হয়নি বলে।"

পণ্ডিতমশায় বললেন, "ছিঃ ছিঃ। এসব কথা কেন ? বড়ই ব্যথা পেলাম বিনু। আমার কারণে কেউ দুঃখ পান, তা জেনে আমার যে বড়ই দুঃখ হয়। ঈশ্বর অন্য কাউকেই সুখী করার ক্ষমতা আমাকে দিয়ে পাঠাননি, গরিব শিক্ষক আমি, তাইই আমার কারণে কেউ দুঃখ পেলে বড়ই ছোট মনে হয় নিজেকে।"

"কী যে বলেন পণ্ডিতমশাই ! আপনার হাতে কত গাধা, ঘোড়া হয়ে গিয়ে টগবগিয়ে বেড়াচ্ছে এখন। তাঁরা কতজন এখন ব্যারিস্টার, ডাক্তার, মোক্তার ; কেউকেটা !"

"ছিঃ ছিঃ, একথা বলা পাপ। কেউই কাউকে কিছু করে দিতে পারে না বিনু। যে যার চেষ্টা, কর্ম আর কপাল নিয়ে এই পৃথিবীতে আসে। আমি নিমিত্তমাত্র। এইই খাঁটি কথা।

"মধু ডাক্তার যে আপনাকে সেদিন দেখে প্রণাম পর্যন্ত করেনি, এ কথাটা বৌদির কানেও গেছে। বৌদি খুব দুঃখ করে বলেছিলেন, এ কেমন শিক্ষা ? কেমন বড় হওয়া তার, যে নিজের পণ্ডিতমশায়কে পর্যন্ত স্বীকার করে না ? বিদ্যা যদি মানুষকে বিনয়ীই না করল, তা সে বিদ্যার প্রয়োজন কী ?"

পণ্ডিতমশায় হাসলেন। বললেন, "মা-জননী এই কথা বলেছেন ? বাঃ। তবে একটা কথা তাঁকে বোলো। দোষ তো মধুর নয়, দোষ আমারই। আমার শিক্ষাতেই নিশ্চয়ই কোনো বড় ফাঁক ছিল। ভাল শিক্ষা দিতে পারিনি।"

কথাবার্তা বলতে বলতে অন্ধকার হয়ে গেল। আজ বিনুদা সঙ্গে আছে, মায়ের কাছে বকুনি খেতে হবে না ঋভুর। অনেকদিন পর আজ সন্ধেতেই কেবল আকাশে মেঘ নেই। এখন কৃষ্ণপক্ষ। এর পরের পূর্ণিমাই শ্রাবণী পূর্ণিমা। ঋভুর মা বলছিলেন। আকাশের

www.BanglaBook.org

বুকে একটি একটি করে তারা ফুটে উঠেছে। শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের রাতে, আকাশে মেঘ না থাকলে, বড়ই সুন্দর দেখায় নাকি তারাদের। এসব ঋভু জানত না। বুলবুলিই তাকে অনেকেই শিখিয়েছে।

বিনুকাকু বলল, "না-খেয়ে থাকার কথা বৌদি কিছুতেই শুনবেন না। আজ আপনাকে রাতে খেতেই হবে পণ্ডিতমশাই। আমি সাইকেলে টিফিন-ক্যারিয়ারে ঝুলিয়ে নিয়ে আসব। যাব আর আসব। গরম-গরম লুচি, ক্ষীর আর আলুর দম, আপনার জন্যে। বৌদি নিজে হাতে সব বানিয়েছেন।"

"না বাবা। আমাকে পীড়াপীড়ি কোরো না। মা-জননীকে আমার অজস্র আশীর্বাদ আর ধন্যবাদ জানিও। এমন মা-জননী অনেক জন্ম তপস্যাতে মেলে, অথচ দ্যাখো, কখনও চোখের দেখাও দেখেননি আমাকে। ঈশ্বরের চোখে অবশ্য সবই পড়ে। তাঁরই চোখ দিয়েই আমি মা-জননীকে দেখি, তিনিও নিশ্চয়ই দেখেন আমাকে ঈশ্বরের চোখ দিয়ে। কী বিচিত্র লীলা! আমার শোক এত মানুষে ভাগ করে নিল বলেই তো তা আর আমার নেই। আনন্দ এবং দুঃখ যদি আমরা ভাগ করে নেবার মতো শিক্ষা পাই, তাহলে সেইই হয় শিক্ষার মতো শিক্ষা। কে ডাক্তার হল বিনু আর কে ব্যারিস্টার তাতে কিছুই এসে যায় না। মানুষ যদি মানুষই না হয়, তাহলে তার সব বিদ্যাই আবর্জনা। শিক্ষা তখন পায়ে জড়িয়ে যাওয়া বাওড়ের ঝাঁঝি। সে মানুষ সাঁতার কেটে জীবনের নদীতে এগোবে কী করে? তার গোড়াতেই যে গলদ!"

বিনুকাকু বলল, "আকাশটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। তাই না? আমার মনটাতে ভীষণ শান্তি-শান্তি লাগে এমন আকাশে তাকালে।"

ঋভু বিনুকাকুর দিকে তাকাল। এমন পাকা-পাকা কথা বলে, যেন মনে হয় সাতবুড়োর এক বুড়ো।

পণ্ডিতমশাই হাসলেন। বললেন, "আকাশে তো তাকাও, তারা চেনো কি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না তো ! তারা, তারা। চেনাচেনির কী আছে ?"

"ঐ দ্যাখো। ঐটে কী তারা ? দেখেছ ? পেয়েছ দেখতে ?"

"হ্যাঁ।"

"ওটার নাম রোহিণী। রোহিণী, কে তা জানো ? চাঁদের স্ত্রী। প্রজাপতি দক্ষর সাতাশ কন্যার সঙ্গে চাঁদের বিয়ে হয়েছিল। চাঁদ নিজে যেমন সুন্দর ছিলেন, চাঁদের স্ত্রীরাও তেমনই সুন্দরী। কিন্তু রোহিণীর মতো সুন্দর আর কেউই ছিলেন না। চাঁদের পত্নীদের নাম জানো ? জানো না তো। কী সুন্দর সুন্দর সব নাম। তবে শোনো। ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফুল্গুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা, এবং..."

পণ্ডিতমশায়ের গলার স্বর, ঝিঁঝির ডাকের একটানা আওয়াজে মাঠের মধ্যে জোনাকিদের জ্বলে উঠেই আবার নিভে যাওয়ার মৃদু আলোর দ্যুতি রাজবাড়ির ঘোড়াশালের ঘোড়াদের দীর্ঘশ্বাসের ফিসফিসানির এবং চারিদিকের চাপ-চাপ ঘন সবুজ ঘাসের বুনো-বুনো গন্ধের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় ঋভুর দারুণ ভাল লাগছিল। পণ্ডিতমশায়ের এত দুঃখের সময় তাঁর কাছে থাকতে পেরে আজ সন্ধেতে ওর মনটা ভরে গেল। নিকষকালো অন্ধকারে, দাওয়ায়-বসা খালি গায়ের পণ্ডিতমশাইকে দেখতে পাচ্ছিল না ঋভু সেই চারিয়ে যাওয়া অন্ধকারের মধ্যে আলাদা করে। এতদিন যাঁকে ভয় পেয়েছে, দূরে রেখেছে ; তাঁকে হঠাৎ অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো কাছের হয়ে যেতে সাধারণ হয়ে যেতে দেখে অবাক লাগছিল ওর। এই শ্রাবণের রাত, রাতের আকাশের তারারা ; সবুজাভ আলোর মেঘের জোনাকিরা, কখনও-না-যাওয়া দিঠিমারির অন্ধকার পথের কালোতর রেখাটি সবই মাখামাখি হয়ে গেছিল, ঋভুর দু'চোখে। হঠাৎই এক অচেনা, অননুভূত, অনামা গভীর ভাললাগায় ঋভুর গলার কাছটা ব্যথা করে উঠল, দু'চোখের কোল

www.BanglaBook.org

জলে ভরে উঠল।

পণ্ডিতমশায় জমাট অন্ধকারকে হঠাৎ চমকে দিয়ে বড় দরদের সঙ্গে গেয়ে উঠলেন :

"তারা, কোন্ অপরাধে, সংসার-গারদে
এ দীর্ঘ মেয়াদে থাকি বল ?
প্রাতঃকালে উঠি কতই যে মা খাটি
ছুটোছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি
সর্বনাশী জানো কত ছল।
তারা, কোন্ অপরাধে, সংসার-গারদে
এ দীর্ঘ মেয়াদে থাকি বল ?"

পণ্ডিতমশায় যে এত ভাল গান গাইতে পারেন, তা বিনু কি ঋভু কেউই জানত না।

ওরা কিছু বলার আগেই পণ্ডিতমশায় বললেন, "বাড়ি যা ঋভু। তোর মা-জননী চিন্তা করবেন।"

তারপর বিনুকাকুকে বললেন, "সাবধানে যেও বাবা তোমরা। সাপ-খোপের ভয় আছে।"

তারপর বিড়বিড় করে যেন নিজের মনেই বললেন, "জঙ্গলে গ্রামে সাপ তো থাকবেই ! তারা তো সবাইকে কামড়ায় না। অথচ..."

বিনুকাকুর সাইকেলের রডে টর্চ-হাতে করে বসে বাড়ি যাচ্ছিল ঋভু। একটা শেয়াল, সামনের দু'কাঁধের হ্যাণ্ডেলে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পেরোল বটতলার কাছ দিয়ে। সব শেয়ালদের মুখেই কেমন যেন একটা ধড়িবাজি ভাব থাকে। এর আগেও লক্ষ করেছে ঋভু।

বিনুকাকু বলল, "কেমন গান শুনলি রে রিভে ? আহা ! বুকটাকে যেন গামছা নিংড়ানোর মতো নিংড়ে গাইলেন রে ! আসলে, যে গায়, তার বুকের যত ভেতর থেকে গানটা ওঠে, যারা শোনে, তাদের

www.BanglaBook.org

বুকের ততখানি ভেতরে গিয়ে তা সেঁধিয়ে যায় ! এই জন্যেই বলে রে রিভে, চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না !"

বাড়ির দিকে ঘুরল সাইকেল।

ঋভু ভাবছিল, বিনুকাকুটা একটু বেশি জ্ঞান দিচ্ছে আজকাল। বড় বেশি পেকেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সন্ধে হয়-হয়। ঋভু হেঁটে যেযে যেতে ভাবছিল বুলবুলির কী মজা। পাঠশালায় যেতে হয় না। দিব্যি কপাত-কপাত করে সাপ ধরছে। ব্যাঙের ছাতা, কলমি শাক, কচু, ওল, তেঁতুল, আমলকী, আম, শজনে, লট্‌কা, লিচু, কাঁঠাল, যখনকার সময়ের যা তুলে নিয়ে নিয়ে রাঁধছে, আপনমনে গান গাইছে আর বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বকের বাচ্চা ধরেও পুষেছিল বুলবুলি। কেউ ওকে বকে না, মারে না। খরগোশের বাচ্চা ধরে, গাছ থেকে পাখির ডিম পাড়ে। সাপেদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে একদিন পাখির কাঁচা ডিম কটাস্ করে কামড়ে মুখে পুরে দিয়েছিল বুলবুলি। একবারও না-ভেবে। ঋভুকে বলেছিল, তোরা সব বড়লোক, শুধু হাঁস-মুরগির ডিমই খাস। আর দ্যাখ্, আমি কত কিছুর ডিম খাই। একবার কুমিরের ডিমও খেয়েছিলাম। হ্যাঁ রে। সত্যি। ঘোঘটের পাড়ে কাদার মধ্যে পড়েছিল বটের শিকড়ের ছায়ায়। ডিমটার মধ্যে

www.BanglaBook.org

কুমিরের বাচ্চা ছিল। কটাং করে কামড়ে খেলাম। কী নরম। যেন রসগোল্লা।"

ধ্যুত। ভাবতেও গা-ঘিনঘিন করে ঋভুর। তবে, পাঠশালায় যে যেতে হয় না বুলবুলিকে। অনেক কারণের মধ্যে সে-কারণেও বড় হিংসা করে ঋভু ওকে। শিশুবোধক পড়া হয়ে গেছে ওদের। এখন আবার পড়তে হচ্ছে গঙ্গাবন্দনা, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদ-চরিত্র—যুক্তাক্ষর শেখার পর। আরও কত কী। পত্র-লিখন প্রণালী। এর পর শেখাবেন বলেছেন পণ্ডিতমশায় দলিল আর কব্‌লা লিখন। তারও পরে চাণক্য-শ্লোক। আর অঙ্ক। ভাবলেও কান্না পায়।

সেই শট্‌কে, কড়াকে, গণ্ডাকে, বুড়্‌কে, সেরকে, মণকে, নামতা, সইয়ে আড়াইয়ে, তেরীজ, জমাখরচ, গুণ-ভাগ, বাজার, দরকষা, সুদকষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি, পুষ্করিণী-কালি, এমনকী ইঁটের পাঁজাকালিও।

আর শুভঙ্করীর আর্যা। ঈস্‌স্‌-স্‌-স্‌। ভাবলেই কান্না পেয়ে যায়।

বুলবুলির মতো যদি ঋভু স্বাধীন হতে পারত। সারাদিন বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কত ফুল, কত পাখি, প্রজাপতি, ফড়িং, পোকা, সাপ, বেজি, খরগোশ, গাছপালা, বাঁশঝাড়। আঃ! কী সুন্দর সব গন্ধ। হাওয়ার চিরুনি দিয়ে বাঁশপাতার চুল আঁচড়ানোর শব্দ শুনত একা একা দুপুরবেলায় জলপাই গাছের ছায়ায় বসে বসে। কত কী। কত্ত কী।

রোজ বিকেলে হাঁসেদের ঘরে ফিরোবার জন্য মতি যখন ধানের ধামা নিয়ে হিজলগাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়, তখন ঋভু তার একেবারে পাশে চলে আসে। ধামা থেকে মুঠো মুঠো ধান তুলে ঋভু ডাকে, চৈ-চৈ-চৈ আর ধান ছড়াতে থাকে।

হাঁস আর হাঁসিরা তখন হিস্‌স-হিস্‌স করে হাসাহাসি করতে করতে, পেট দুলিয়ে দুলিয়ে লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে, গলা হেলাতে

www.BanglaBook.org

দুলোতে তাদের হলুদ আর কমলা পায়ের পাতা থপ্‌থপ্‌ করে দৌড়ে আসে ধানখেতে। ধান ছড়াতে ছড়াতে হাঁসা-হাঁসিদের বাড়ি নিয়ে যায় ঋভু, মতির সঙ্গে। সন্ধের আগে কনে-দেখা আলোয়। সারাদিন পুকুরে-কাটানো হাঁসেদের গায়ের গন্ধ, পড়ন্ত বিকেলে কেমন জোলো, ফিকে হয়ে আসে। ভোরের প্রথম আলো ফুটলে উঠোনের কোনায় হাঁসেদের ঘর খুলতে আসে যখন ঋভু, তখন কিন্তু ঘর খুললেই কেমন একটা ওম-ধরা আঁশটে-আঁশটে গন্ধ দমকে দমকে এসে ঋভুর দম আটকে দেয়। মুরগিদের গায়ের গন্ধ কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। যেমন অন্যরকম গো-বকের গায়ের গন্ধ, গাঙশালিকের গায়ের গন্ধ অথবা বুলবুলি বা টুনটুনির। গন্ধে গন্ধে, শব্দে শব্দে, রঙে রঙে; ঋভুর জগৎ নিশ্ছিদ্র একেবারে।

ঋভুর হঠাৎই যেন মনে হল বাঁশ-ঝাড়ের নীচে উবু হয়ে বসে কচি বাঁশের গোড়া খুঁড়ছে বুলবুলি। সন্ধের আগে আগে এইখানে এলেই ঋতুর গা ছম্‌ছম করে। একা একা তো বাঁশঝাড়ে যাওয়ার কথা পর্যন্ত মনে আনে না। জোরে পা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল ও, বন্ধুদের সঙ্গে বাতাবিলেবু দিয়ে ঘোঘটের পাশের মাঠে ফুটবল খেলে। বাঁশঝাড়ের ঝুপড়ি অন্ধকারের দিকে ও তাকাবেই না ঠিক করেছিল। হঠাৎই বুলবুলির গলার স্বর শুনে চম্‌কে গেল ঋভু।

"কী রে রিভে? হিঁ হিঁ হিঁ...পালাচ্ছিস কেন?"

ঋভু দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছিল প্রথমে।

বুলবুলি যখন উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল তখন ভয় কাটল ঋভুর।

"তোর ভয় করে না? তুই কী রে?"

বুলবুলি হাসল হিঃ হিঃ হিঃ। বলল, "পেটের জ্বালার ভয়ের মতো আর কোনো ভয়ই নেই রে। তুই ভাল খাস, ভাল থাকিস, মায়ের আদরের ধন, তুই কী বুঝবি? তাছাড়া তান্ত্রিক আমাকে মন্ত্র দিয়েছে। সেই মন্ত্র যদি উচ্চারণ করিস, তাহলে তো ভূত একদম চিতপটাং।

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে। হিঃ হিঃ…"

"কী মন্ত্র রে ?"

"কত্ত মন্ত্রই তো আছে। যাবি একদিন আমার সঙ্গে ?"

"কোথায় ?" "শঙ্কামারীর শ্মশানে ? নয়তো, নদীর মোহনাতে ? তান্ত্রিক বাবাজিদের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব। মানুষের মাথার খুলি, ঠ্যাং-এর হাড়, ছাই, তার মধ্যে বসে থাকে বাবাজিরা। মাথার খুলির মধ্যে রাখা কী সব শরবত খায়। আমাকেও দিয়েছিল একদিন। ভারী কড়া। কিন্তু খাওয়ার পর ভাল লাগে। বলেছে, আমাকেও নাকি দরকার ওদের পুজোর জন্যে। আমি বলেছি যাব। বুলবুলি পাগলিকে তো কারোই কোনো কাজে দরকার নেই। আমার নিজেরও কোনো দরকার নেই আমাকে। কারো দরকারে লাগব এ তো সৌভাগ্যের কথা। কী বল ?"

"তুই শ্মশানে গেছিলি ? কী রে !"

"না তো কী ? একদিন রাতেও গেছিলাম। হ্যাঁ রে। আঃ, কী দারুণ ! দিদা জানে না। পালিয়ে গেছিলাম।"

শেয়াল কাঁদছে। দূরের জঙ্গলে ফেউ, বাঘ দেখে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করছে। শকুনের বাচ্চা কাঁদছে একেবারে মানুষের বাচ্চার মতো। ককিয়ে ককিয়ে। আঃ কী মজা ! কী বলব রে তোকে। বাবাজি বললে, "এলি মা ! আয় ! তুই এই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নাচ।"

"নাচলি তুই ?" ঋভু বড় বড় চোখে চাইল।

"নাচব না ? না-নাচলে কি আমায় মন্ত্র দিত ? শুধু একটি ছেঁড়া শাড়ি পরনে, ঘুরপাক খেয়ে নাচতে লাগলাম। সন্নেসি আমাকে দেখতে লাগল। চিতার লকলকে আগুনের শিখা ধেই ধেই করে নাচতে লাগল আমার নাচুনে গায়ে। আর বাবাজি লাল লাল চোখ তুলে এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে, মনে হল আমাকে একশোখানা হাত আর পঁচিশখানা জিভ দিয়ে যেন কারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তারপর খুশি হয়ে আমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিল। মিথ্যে বলছি

www.BanglaBook.org

না একটুও।"

ততক্ষণে ঋভুর গা ছম্‌ছম্‌ সেরে গিয়ে গা শিরশির করতে আরম্ভ করেছিল। কথা ঘুরিয়ে বলল, "মন্ত্রটা বল্‌।"

"মন্ত্র ? সে তো অনেক মন্ত্র। তোকে এখন দুটো মাত্র বলছি। মুখস্থ করে রাখবি। রাত-বিরেতে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়া। কোনো ব্যাটা ভূতে তোকে কিস্‌সু করতে পারবে না। জানিস্‌, পেত্নিরাও নয়।"

"বল্‌ না মন্ত্রটা, বলবি তো।"

"শোন্‌ তবে। প্রথমটা হচ্ছে : ওঁ বজ্রজ্বালে হন্‌ হন্‌ সর্বভূতান্‌ হুঁ ফট্‌।"

"আর পরেরটা ?"

"ওঁ বজ্রমুখে শরশর ফট্‌।"

বুলবুলি বলল, "তোকে পরে সব শেখাব। আমার সঙ্গে চল একদিন রাতে। কাউকে বলবি না কিন্তু পালিয়ে আসবি, শ্মশানে যাব। যাবার পথে তুই আর আমি খোঁয়াড়ের পাশে যে মস্ত কাঠগোলাপের ঝাড়টা আছে না, তার নীচে দুজনে পাশাপাশি বসে গলা-জড়াজড়ি করে কাঁদব।"

"কী করবি ?"

"কাঁদব রে কাঁদব। হ্যাঁ রে। আমাকে বলেছিল কলকাতার সার্পেনটাইন লেনের রমেন, খুড়ি রমু। দুজনে, মানে একজন মেয়ে আর একজন ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বা বসে গলা জড়াজড়ি করে যে গাছের ফুলে গন্ধ নেই সেই গাছের গোড়ায় চোখের জল ফেললে সে-গাছের ফুল সুগন্ধে নাকি ভরে যায়। দেবতারা উপর থেকে সেই গাছকে আর যারা অমন করে কাঁদে, তাদের আশীর্বাদ করেন।"

"সাধে কি তোকে সকলে পাগলি বলে !"

"আমি তো পাগলিই !"

"মন্ত্রগুলো বলবি তো ?"

www.BanglaBook.org

"আগে যাবি বল একদিন। আমি আর তুই শ্মশানের চিতার আগুন ঘিরে নেচে নেচে মন্ত্র পড়ব। আমার গলায় থাকবে লাল জবাব মালা। আর তুই কোন্ মালা পরবি ? কী রে রিভে ? ঠিক আছে। তোর গলায় মরা মানুষের কঙ্কালের মাথার খুলির মালাই পরিয়ে দেব। সাদা, গর্ত-গর্ত। কী দারুণ মড়ার খুলির চাখ দুটো। নয়তো, আমি দু'হাতে তোর গলা জড়িয়ে থাকব। সেইই হবে তোর মালা—হিঁ-হিঁ-হিঁ··· ।"

"মন্ত্র বলবি তো ? না বলবি না ? আমি চলে যাচ্ছি।"

"বলব রে রিভে। আগে কথা দে। কথা দে, আমার সঙ্গে যাবি রাতে শ্মশানে। নইলে, বলব না। হিঁ-হিঁ-হিঁ···"

"যাব।"

"যাবি তো। কথা দিলি ? না গেলে তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্ত খাবে পেত্নিরা, হুঁ হুঁ। তবে শোন্। সব বলছি না। এগুলো কিছুই নয়। পরে তোকে সব বলব ভেঙে ভেঙে। আমি তো পাগ্‌লি। তোরা বড়লোকের ব্যাটারা পাঠশালায় কী সব শিখিস, তা দিয়ে ভূত-পেত্নি বশ করতে পারিস ? এই হল গিয়ে আসল বিদ্যে।"

"দ্যাখ্ বুলবুলি, অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এবার বাড়ি যাব। আমার ভয় করছে কিন্তু।"

একটা হুতোমপেঁচা ডেকে উঠল—দূরগুম্, দূরগুম্, মারগুম, হাড়গুম, লাশগুম—করে বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে।

তারপরই ঝুপ্‌ড়ি বাঁশঝাড়ের নীচের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে চুল নেড়ে, হেসে বলে উঠল বুলবুলি, হিঁ হিঁ হিঁ ই ই··· । ওঁ মহাভূতকুলসুন্দরী হুঁ, ওঁ বিজয় সুন্দরী হ্রীং অং···ওঁ বিমলসুন্দরী আঃ, ওঁ সুন্দরী হুঁ হুঁ, ওঁ মনোহারী সুন্দরী ধাঃ, ওঁ ভূষণ সুন্দরী ক্লীং, ওঁ ধবল সুন্দরী হ্রীং, ওঁ মধুমত্ত সুন্দরী স্বাহা হ্রীং····"

ঋভু ভয় পেয়েছিল। একরকম দৌড়তে লাগল বাড়ির দিকে।

www.BanglaBook.org

দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। ঋভুর পিঠ আর কাঁধে যেন বুলবুলির ছুঁড়ে দেওয়া কথা আর হাসিগুলো এসে পিচকারির ঠাণ্ডা জলের মতো লাগছিল।

ফলে ফুলে বুলবুলি হাসছিল আঁচল উড়িয়ে, চুল ছড়িয়ে আর বলছিল :

"ছুঃ ছুঃ বড় মানুষের পুঁঃ
তোর মুককে মারি ঝুঁঃ
তুঁ ছারপোকা ধরে খুঁঃ
ওঁ মহাভূতকুলসুন্দরী হুঁ...
হি-হি-হি-হি-হি-হি....."

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

শঙ্কামারীর শ্মশানের দিকে খোঁয়াড়ের সামনে দিয়ে, বাঁশঝাড়, বেতবন, মাকালফলের বন পেরিয়ে যে মিষ্টি গন্ধের ধুলোর পথটা চলে গিয়ে ঘন ঝুপড়ি জঙ্গলের মধ্যে বাঁক নিয়েছে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঋভু। পথ কোথায় যায় কে জানে ? এই পথ বেয়ে সন্ধের পরের জোনাক-জ্বলা ফিকে অন্ধকারে খালি হয়ে যাওয়া মাটির দুধের হাঁড়ি বাজিয়ে বাজিয়ে রঙবেরঙা চেক-চেক লুঙ্গি পরে যে ছেলেরা রাজবংশী ভাষায় সুন্দর সব গান গাইতে গাইতে দল বেঁধে চলে যায় প্রতি রাতে, তাদের সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছে করে ঋভুরও। জানতে ইচ্ছে করে, পথ কোথায় যায়। ঐ ছেলেরা কোথায় থাকে ? কী খায় ?

বুলবুলি বলে, "পথ পথেই যায়।"

বিশ্বাস হয় না ঋভুর।

একলা পথে হাঁটতে ওর ভারী ভাল লাগে। প্রথম গরমের দিনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমের বোলের গন্ধে আর কোকিলের ডাকের মধ্যে নিম আর শজনে-ফুলের উড়াল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার রঙে চোখ ধাঁধিয়ে পথ চলতে ওর যেমন ভাল লাগে, তেমনই ভাল লাগে এই ভরা-শ্রাবণের পথে চলতে।

পথ কি পথেই শেষ হয় ? কোনো পথই কি শেষ হয় ? যে পথে ও যায়নি, সে পথের দুপাশে ওর জন্যে কত কী অজানা দৃশ্য, গন্ধ, শব্দ ওর অপেক্ষায় দিন গুনছে কে জানে ! পথ বেয়ে বেয়ে যেতে ওর খুব ভাল লাগে। সব পথই কোনো বিশেষ পথিকের পায়ের চিহ্ন তার বুকে একদিন পড়বে বলে বোধ হয় অপেক্ষায় থাকে। সে অপেক্ষা কারো সফল হয়, কারো বা হয় না।

বুলবুলির সঙ্গে ভরদুপুরে চালতাগাছ থেকে চালতা পেড়ে শুকনো লংকার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ধনেপাতা মেখে জম্পেস করে খাচ্ছিল ঋভু পথের পাশের চাপ-চাপ ঘন সবুজ ঘাসের গালচেতে বসে। এমন সময়ই বুলবুলি কথাটা বলেছিল। বলেছিল, "দ্যাখ্, ধুলোর বুকে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাবি তুই। গরম নিশ্বাস। হ্যাঁ রে।"

"এই পথ কোথায় শেষ হয়েছে রে বুলবুলি ? শঙ্কামারীর শ্মশানে ? তুই তো গেছিস সেখানে !"

"দুর পাগলা। গেছি তো বটে। কিন্তু পথ তো শেষ হয় না, কোনো পথই শেষ হয় না। পথ মিলে যায় অন্য পথে। পথ নিজেও হাঁটে। কোনো পথই কখনও থেমে থাকে না। দিন-রাত, শীত-বর্ষা, পথ চলেই।"

"এই পথের শেষে কী আছে ?"

"পথের শেষে ? পথ।"

"তার পরে ?"

"আরও পথ।"

"তারও পরে ?"

"পথের পর পথ, তারপর আরও আরও পথ, পথ ভেসে চলে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পথ হেঁটে চলে, পথ উড়ে চলে, পথের মরণ নেই, শেষ নেই, পথ অন্য পথের মধ্যে মিলিয়ে যায়, ঘোঘাট যেমন তিস্তাতে মিশেছে ; তিস্তা যেমন সমুদ্রে মিশেছে গিয়ে অন্য নদীর সঙ্গে মিলে। সমুদ্রে মিলে গিয়েও নদী যেমন শেষ হয় না, আবার অন্য নদীর জল হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে, বৃষ্টি হয়েও ফিরে আসে, শিলাবৃষ্টির শিলা হয়ে ফিরে আসে, তেমনই পথও ফিরে আসে। পথকে ঘিরে আমরা বাঁচি, পথ বাঁচে আমাদের ঘিরে।"

"তুই এত সব জানলি কী করে রে ? তোকে এত সব শেখাল কে ?"

"আমার স্বপ্নের বর। তার সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে যে রোজ স্বপ্নের পথে হাঁটি আমি। কত সব ফুল সেখানে, কত প্রজাপতি, কত না-শোনা শব্দ, না-নেওয়া গন্ধ।"

"না-শোনা কেন ? না নেওয়া কেন ? সে-সব এখানে নেই ?"

"না। সেই সব তোদের এই নোংরা পৃথিবীতে নেই। এখানে খালি ঝগড়া, খালি খিদে, ভাল্লাগে না।"

তারপরই বুলবুলি বলল, "অ্যাই রিভে। আমার বিয়েতে তোকে নেমন্তন্ন করব কিন্তু। লজ্জাবতীর ঝাড়ের লাজুক পাতার চিঠি দিয়ে। কিন্তু বিয়েতে তুই কী দিবি রে আমাকে ? তোরা তো খুব বড়লোক।"

ঋভু একটু ভেবে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী চাস তুই ? কী পেলে খুশি হোস ?"

ঠিক যেমন মুখ করে ওর জ্যাঠামশায় ঘরামিদের সঙ্গে কথা বলেন, তেমন করেই বলল, যেন ও-ও কর্তাবাবু, যেন ওর গায়েও ফতুয়া, হাতে গড়গড়ার নল। কর্তাবাবুদের ডিম ফুটে কর্তাবাবুই হয়। অভাগীদের ডিম ফুটে অভাগী। এই এখানের নিয়ম। চিরদিন তাইই হয়ে আসছে।

বুলবুলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "তুইই বল না

www.BanglaBook.org

কেন ? আগে তোর মনটা একবার বুঝি। বড়লোকের ছেলের কত বড় মন বুঝে নিই আগে। তাপ্পর অন্য কথা।"

ঋভু খুব উদার আর বড়লোক হয়ে গিয়ে বলল, "তোকে একটা সোনার পৈঁছা দেব। তাতে নবরত্ন থাকবে ; মায়ের যেমন আছে।"

"ধুস্‌স্‌-স্‌-স্‌। পৈঁছা ! তুই না— !"

বলেই বুলবুলি জেরে খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর ঘন কালো মাধবপাশা দিঘির মতো চোখ দারুণ মজা পেয়ে চিক্‌চিক করে উঠল। শ্রাবণের মেঘের মতো চুল উড়ল, উড়াল হাসিতে।

"কী হল ? এততেও তোর খুশি নেই ? খুশি হবি না ?"

"ধুস্‌স্‌-স্‌-স্‌····। তুই কিছু জানিসই না। বড়লোকের ব্যাটা বড়লোক। সিন্দুকে টাকা থাকলেই কি বড়লোক হয় রে রিভে ? বড়লোক হয় মনে।"

"তালে কী দিলে খুশি হোস তুই, বলেই ফ্যাল্‌ না।"

"বলব কেন ? তুই মন বুঝিস না ?"

"তুই তো মহা ঝামেলা করিস। কী চাস তুই ? সবচেয়ে বেশি করে কী চাস তুই। চাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় চাওয়া ? বল্‌, তোকে ঠিক দেব। দেখিস।"

"আচ্ছা। এইই কথা। তবে শোন্‌। যা চাইব তাইই কিন্তু দিতে হবে ? পারবি ? পারবি দিতে ? কথা দে আগে। তবেই বলি।"

"বলই না কেন !"

"আমাকে আমার বিয়ের দিনে এই শ্রাবণের আকাশটাকে নক্‌শিকাঁথার মতো গুটিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিস। কাগজি-নেবুর ছেঁড়া পাতার গন্ধ তাতে মাখিয়ে দিস। আর তার সঙ্গে আরো দিস বাতাবি-ফুলের গন্ধ। রঙ্গনের থোকা-থোকা হাসির রসও চিপে দিস একটু তার সঙ্গে। ভুলিসনি যেন।"

একটু থেমে বলল, "আর কী দিবি জানিস ? আর দিবি, বৃষ্টির পরের রোদ, যে রোদে দল বেঁধে ফড়িং ওড়ে, যে রোদ সোনা গলিয়ে

www.BanglaBook.org

তৈরি হয়। খাঁটি সোনা রে। ঠাকমার হারের মতো গিল্‌টি-করা নয়।"

ঋভু অবাক চোখে চেয়ে রইল বুলবুলির দিকে।

"কী রে? দিবি তো?"

"দেব।"

"না না, এখনও সব বলিনি। আরও দিবি। আমি আর তুই চাঁপাবনের মাঝের দিঘিতে যখন সাঁতার কাটতে কাটতে জলের মধ্যে কাঁথা বুনি, কাঁথার ফুল তুলি, তখন জলের নীচের সবুজ অন্ধকারে যে আলোর আবছা সাপগুলো কিলবিল করে খেলা করে তোর আমার শরীর ঘিরে, সেই সাপগুলো সব সবুজ বটের ঝুরির সুতো বেঁধে বাণ্ডিল করে আমাকে পাঠিয়ে দিস। ঐ সাপ খাব না রে। সত্যি। পুষব। আলোর সাপ কি খাওয়া যায়? তারা যে নিজেরাই কপাত কপাত করে সবুজ অন্ধকার গিলে গিলে খায়। বুঝলি নে? তাদের পুষে আমি চিরদিনের মতো অন্ধকারকে দূরে রাখব। অন্ধকার বড় কষ্টের রে! তুই বুঝবি নে।"

ঋভু অসহায়ের মতো মাথা নাড়ল।

বলল, "সত্যিই কিছুই বুঝলাম না। তার মানে, তুই কিছুই চাস না আসলে আমার কাছ থেকে। সত্যিকারের কিছুই চাস না।"

বুলবুলি আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, "ঋভু, তুই এত বোকা না! স্বপ্নের বিয়ের উপহার কি কখনও সত্যি হয়? স্বপ্নর সব মজা তো স্বপ্নেরই মধ্যে। আমাকে কে বিয়ে করবে রে? আমি নিখাকি, পাগলি, ডাইনি!"

বেলা পড়ে আসে। লট্‌কা গাছের ডালে শিস্ দেয় বুলবুলি। পথের পাশের খাল বেয়ে তোড়ে জল বয়ে যায়। ল্যাটামাছের দল ছোটে। বক দহের কিনারে চুপ করে বসে কী যেন ভাবে। কোথা থেকে বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে। জ্বর হয়েছে বোধহয় তার। চোখ লাল। মাঝে মাঝে হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ করে। ঋভু ভাবে,

www.BanglaBook.org

ওকে একটু চিনি খাইয়ে দিলে হত।

পথের ধারের ঘাসে শামুক চলে পৃথিবীর সবটুকু সময় হাতে করে। অথচ সেই শামুক-সময়কে ঋভুর জ্যাঠামশায়ের চেয়েও বেশি কৃপণের মতো খরচ করে মেপে মেপে। ঋভু আর বুলবুলি তাকিয়ে দেখে, গুবরে পোকা উলটে গিয়েই সোজা হয়ে যায়। টাকা-কেন্নোরা তাদের ঘন বাদামি শরীর নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে। প্রায় এসে-যাওয়া রাতের আগে আগে উড়ে এসে বাদুড় ঝুলে থাকে পা উপরে মাথা নীচে করে। শিকারি বাজ, বাজ-পড়া, সাদা, ন্যাড়া-শিমুলের মগডালে বসে তীক্ষ্ণ ঠোঁটে ডানা থেকে বিকেলের বাসি রোদ আর মরা মাছের গন্ধ ঝেড়ে ফেলে।

ঝুপ করে অন্ধকার লাফিয়ে নেমে আসে পশ্চিমের ঝুপড়ি জঙ্গল থেকে কালো বনবেড়ালের মতো, নরম নিঃশব্দ পায়ে।

ওরা দুজনে দুজনের পথে যায়। আলাদা ওদের পথ। বেঁকে গেছে। চলে গেছে ভিন্ন গন্ধে, ভিন্ন আলোয় ভিন্ন দিকে।

ঋভু শোনে, বুলবুলি গান গাইতে গাইতে যায়। বড় মিষ্টি গলা বুলবুলির। সাপের টক খায় বলেই তার গান হয়তো এত মিষ্টি। ভেজা আকাশে বাতাসে গাছ-গাছালিতে পথের লাল সুগন্ধি ধুলোয় রিন্‌রিন্ করে খালি গলার সেই মধুর গান বাজে।

ঋভু ওকে জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, কে শিখিয়েছে বুলবুলিকে এই সাঁঝবেলার গান?

বুলবুলি বলেছিল, "ঠাক্‌মা। ভাল-মন্দ যাইই শিখেছি সবই ঠাক্‌মার কাছে। এক সাপ খাওয়াটা ছাড়া। ঠাক্‌মা অনেক গান জানে রে। রোজ রাতে ঠাক্‌মা গান শুনিয়ে আমাকে ঘুম পাড়ায়। সারা দিনের সুখজাগানি গান, দুখজাগানি গান, ঘুমপাড়ানি গান। সব অপমান, সব খিদে তখন আমার জুড়িয়ে যায়। আসলে, গানের মতো মান নেই রে কোনো, বুঝলি রিভে। যে ভালবেসে গায়, আর যে ভালবেসে শোনে, তারাই শুধু জানে গানের মানে। প্রাণে গান না

www.BanglaBook.org

থাকলে তার প্রাণ ধারণই বৃথা।"

বুলবুলি গাইতে গাইতে চলে যায়।

"সন্ধ্যা হল গো—ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে, ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো—
ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক না জড়ো।"

আরও অনেক গান গায় বুলবুলি। এ গানেরও সব শোনা যায় না। ও যত দূরে চলে যেতে থাকে ওর গানকে তখন আর গান বলে চেনা যায় না। এইরকম সব শ্রাবণের সন্ধেবেলায় ঋভুর বুকের মধ্যে কী এক দারুণ দুঃখ-দুঃখ ভাব জাগে। সেই দুঃখের সঙ্গে গানের কলিগুলি মিশে গিয়ে গানটাই দুঃখ না দুঃখটাই গান তা বুঝতে পারে না ঋভু।

ঋভু যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। শ্রাবণের সন্ধের গায়ের গন্ধ একদম আলাদা। তার শব্দও আলাদা। জোরে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। জোনাকির দল বাঁশঝাড়ে জ্বলছে আর নিবছে। শব্দহীন ডোবা থেকে ব্যাঙের ডাক আসছে। আবারও নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে। হোক। আজ রাতে খিচুড়ি হবে, মা বলেছিলেন।

শেষবার হাম্বা-আ-আ বলে ডেকে, ফুলমণি গাই চুপ করে গেছে। গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে আসার সময়ে গোরু-বাছুরের গায়ের গন্ধ, খড়ের গন্ধ, জাব্‌নার সর্ষের খোলের গন্ধ, গোবর আর চোনার গন্ধ, গোয়ালঘরের নতুন কাঁচা-বাঁশের বেড়ার ছেঁচা গন্ধ ওর নাকে আসে। ছুঁচোরা দৌড়াদৌড়ি করে গোয়ালঘরের ছাদের পাটাতনে। সাপ উঠেছে বোধহয়। কদিন আগেই লেজ দিয়ে ফুলমণি গোরুর পা জড়িয়ে ধরে গোখরো সাপে এসে রাতের বেলা ফুলমণির সব দুধ খেয়ে গেছে। লালি বাছুর কেঁদেছে হাম্বা হাম্বা করে সকালের খোলা বাতাসে খিদেতে।

www.BanglaBook.org

জ্যাঠামশাই আর জেঠিমার চাপা গলার ঝগড়া ভেসে এল বড় ঘর থেকে। ঐ সময়টা রোজই ঝগড়া হয়। টাকা-পয়সার হিসেব। ধান-চাল, তরি-তরকারি, পাট-মসুর, গয়না-গাঁটির কথা সব। ভাল লাগে না। ঋভুর এসব একেবারেই ভাল লাগে না। মেঘ সরে যাওয়ায়, সন্ধের মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োটা হঠাৎ ঝলসে উঠেছিল রোদ পড়ে। কত্ত সোনা। সোনার পাহাড়। জ্যাঠামশায় জেঠিমা আসল সোনা চেনেনি, গিল্টি করা সোনা নিয়ে ঝগড়া করে মরে।

মায়ের ঘর থেকে মায়ের মিষ্টি রিনরিনে গলা ভেসে আসে। আগেই শাঁখের আওয়াজে আওয়াজে পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছিল। এখন সব শান্ত। মা, লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছেন সুর করে, জোড়াসনে বসে, ঠাকুরের সামনে। চান করে, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে জ্বলজ্বলে সিঁদুরফোঁটা দিয়ে তসরের শাড়ি পরে তবে পুজোয় বসেন মা। সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। হাওয়াতে প্রদীপের শিখা কাঁপছে। মায়ের ধবধবে সুন্দর মুখে সেই আলো নাচছে দমক-দমক ভেজা হাওয়ায়।

ঋভু হাত-পা ধুয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বসল। এ বাড়িতে শুধু মা-ই লক্ষ্মীপুজো করেন। জেঠিমা করেন না। জেঠিমা বলেন, লক্ষ্মীকে নাকি তিনি বেঁধে রেখেছেন। যাদের ঘরে লক্ষ্মী এসে গেছে তারা আর লক্ষ্মীর কদর করে না। তাই একদিন লক্ষ্মী অভিমানে ছেড়ে চলে যান সেই ঘর।

মা পড়েন—

"রাজলক্ষ্মী তুমি মাগো নরপতি পুরে।
সকলের গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে॥
দীন জনে রাজ্য পায় তব কৃপাবলে।
দয়া করো এবে মোরে ওগো মা কমলে॥
দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী অধর্মতারিণী।
অপরাধ ক্ষমা কর দুঃখ-বিনাশিনী॥

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্নদা বরদা মাতা বিপদনাশিনী।
দয়া করো এবে মোরে মাধবঘরণী ॥
এইরূপে স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে।
একাগ্র হৃদয়ে সাধু ব্রতকথা শুনে ॥
ব্রত অন্তে সদাগর করিয়া প্রণাম।
ব্রতের সঙ্কল্প করি আসি নিজধাম ॥
বধূগণে বলে সাধু লক্ষ্মীব্রত সার।
সবে মিলি করো ইহা প্রতি গুরুবার।"

হাঁসেদের ঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময় ঋভু শুনেছিল গুরু হাঁস আর হাঁসিরা ফিসফিস করে চাপা নিশ্বাস ফেলে কী যেন বলাবলি করছে। ও ভাবল কে জানে, জ্যাঠামশাই-জেঠিমার ঝগড়া করার সময়ের মতো হাঁসা-হাসিদেরও বোধহয় এই ঝগড়া করার সময়।

ঋভু পড়তে বসল লণ্ঠন সামনে নিয়ে। কিন্তু পড়ার বই নয়। ঋভুর বাবা কলকাতা থেকে ওকে চিঠি লিখেছেন যে, "পড়াশুনা নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু সঙ্গে খেলাধুলা, অন্য বই পড়াও চালিয়ে যাবে। জীবনে চৌকস হতে হবে। আমি চাই না, তুমি শুধুই বইয়ের পোকা হও।" ঋভু যে বইটি খুলে বসেছিল, তার নাম 'চাঁদের পাহাড়'। বাবাই পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। লেখক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লণ্ঠনের আলোতে আকৃষ্ট হয়ে খোলা দরজা দিয়ে একটা মস্ত গঙ্গাফড়িং সোজা এসে লণ্ঠনের কাঁচে ড্রাইভ মেরে খোলা বইয়ের উপরে গোঁফ পুড়িয়ে, নেংচে পড়ল। ঋভু সঙ্গে সঙ্গে ক্যারামের ঘুটির মতো তাকে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে সোজা, সে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই পাঠিয়ে দিল। ঝিঁঝি পোকার ডাক, ভরা ব্যাঙ-ডাকা, জোনাক-জ্বলা জলজ জমজমাট অন্ধকারে।

মা বলেছেন, আজ খিচুড়ি হবে। ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ি। সঙ্গে কড়কড়ে করে আলু আর কাঁঠাল-বিচি ভাজা। ডিম ভাজা তো

www.BanglaBook.org

জ্যাঠামশাই আর জেঠিমার চাপা গলার ঝগড়া ভেসে এল বড় ঘর থেকে। ঐ সময়টা রোজই ঝগড়া হয়। টাকা-পয়সার হিসেব। ধান-চাল, তরি-তরকারি, পাট-মসুর, গয়না-গাঁটির কথা সব। ভাল লাগে না। ঋভুর এসব একেবারেই ভাল লাগে না। মেঘ সরে যাওয়ায়, সন্ধের মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োটা হঠাৎ ঝলসে উঠেছিল রোদ পড়ে। কত্ত সোনা। সোনার পাহাড়। জ্যাঠামশায় জেঠিমা আসল সোনা চেনেনি, গিল্টি করা সোনা নিয়ে ঝগড়া করে মরে।

মায়ের ঘর থেকে মায়ের মিষ্টি রিনরিনে গলা ভেসে আসে। আগেই শাঁখের আওয়াজে আওয়াজে পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছিল। এখন সব শান্ত। মা, লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছেন সুর করে, জোড়াসনে বসে, ঠাকুরের সামনে। চান করে, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে জ্বলজ্বলে সিঁদুরফোঁটা দিয়ে তসরের শাড়ি পরে তবে পুজোয় বসেন মা। সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। হাওয়াতে প্রদীপের শিখা কাঁপছে। মায়ের ধবধবে সুন্দর মুখে সেই আলো নাচছে দমক-দমক ভেজা হাওয়ায়।

ঋভু হাত-পা ধুয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বসল। এ বাড়িতে শুধু মা-ই লক্ষ্মীপুজো করেন। জেঠিমা করেন না। জেঠিমা বলেন, লক্ষ্মীকে নাকি তিনি বেঁধে রেখেছেন। যাদের ঘরে লক্ষ্মী এসে গেছে তারা আর লক্ষ্মীর কদর করে না। তাই একদিন লক্ষ্মী অভিমানে ছেড়ে চলে যান সেই ঘর।

মা পড়েন—

"রাজলক্ষ্মী তুমি মাগো নরপতি পুরে।
সকলের গৃহলক্ষ্মী তুমি ঘরে ঘরে॥
দীন জনে রাজ্য পায় তব কৃপাবলে।
দয়া করো এবে মোরে ওগো মা কমলে॥
দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী অধর্মতারিণী।
অপরাধ ক্ষমা কর দুঃখ-বিনাশিনী॥

www.BanglaBook.org

অন্নদা বরদা মাতা বিপদনাশিনী।
দয়া করো এবে মোরে মাধবঘরণী ॥
এইরূপে স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে।
একাগ্র হৃদয়ে সাধু ব্রতকথা শুনে ॥
ব্রত অন্তে সদাগর করিয়া প্রণাম।
ব্রতের সঙ্কল্প করি আসি নিজধাম ॥
বধূগণে বলে সাধু লক্ষ্মীব্রত সার।
সবে মিলি করো ইহা প্রতি গুরুবার।"

হাঁসেদের ঘরের পাশ দিয়ে আসবার সময় ঋভু শুনেছিল গুরু হাঁস আর হাঁসিরা ফিসফিস করে চাপা নিশ্বাস ফেলে কী যেন বলাবলি করছে। ও ভাবল কে জানে, জ্যাঠামশাই-জেঠিমার ঝগড়া করার সময়ের মতো হাঁসা-হাসিদেরও বোধহয় এই ঝগড়া করার সময়।

ঋভু পড়তে বসল লণ্ঠন সামনে নিয়ে। কিন্তু পড়ার বই নয়। ঋভুর বাবা কলকাতা থেকে ওকে চিঠি লিখেছেন যে, "পড়াশুনা নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু সঙ্গে খেলাধুলা, অন্য বই পড়াও চালিয়ে যাবে। জীবনে চৌকস হতে হবে। আমি চাই না, তুমি শুধুই বইয়ের পোকা হও।" ঋভু যে বইটি খুলে বসেছিল, তার নাম 'চাঁদের পাহাড়'। বাবাই পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। লেখক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লণ্ঠনের আলোতে আকৃষ্ট হয়ে খোলা দরজা দিয়ে একটা মস্ত গঙ্গাফড়িং সোজা এসে লণ্ঠনের কাঁচে ড্রাইভ মেরে খোলা বইয়ের উপরে গোঁফ পুড়িয়ে, নেংচে পড়ল। ঋভু সঙ্গে সঙ্গে ক্যারামের ঘুটির মতো তাকে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে সোজা, সে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই পাঠিয়ে দিল। ঝিঁঝি পোকার ডাক, ভরা ব্যাঙ-ডাকা, জোনাক-জ্বলা জলজ, জমজমাট অন্ধকারে।

মা বলেছেন, আজ খিচুড়ি হবে। ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ি। সঙ্গে কড়কড়ে করে আলু আর কাঁঠাল-বিচি ভাজা। ডিম ভাজা তো

www.BanglaBook.org

থাকবেই। ভেবেই, ভীষণ ভাল লাগতে লাগল ওর। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নামল। রোজই এই সময়টাতেই নামে। তারপর প্রায় সারারাত ধরে পড়ে। টিনের চালে ফিসফিস করতে লাগল সেই বৃষ্টি। ভেজা হাওয়াতে একটা গন্ধ পাচ্ছে ঋভু। আজ খুব দুর্যোগ হবে রাতে। ওর মন বলছে।

হঠাৎই ঋভুর বুলবুলির কথা মনে হল। কী করছে এখন বুলবুলিটা ? কী খাবে ও ? আজ রাতে ? ওদের ঘরে খাবার মতো কিছু আছে কি আজ ? সাপ ছাড়া ? এই দুর্যোগের রাতে ?

ঋভুর বড় ইচ্ছে করল, তার আনন্দ, তার সুখ, তার আরাম, বুলবুলি তো বটেই, বুলবুলির মতো সব বেচারিদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ঋভু তো একদিন বড় হবে। সেদিন সে জ্যাঠামশাই আর জতুদার কথা একটুও শুনবে না। ও তখন ছেঁড়া শাড়ি পরতে দেবে না, সাপ ধরে খেয়ে পেটের জ্বালা মেটাতে দেবে না কাউকেই। ওর যা থাকবে, তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাবে, সমান ভাগে।

হঠাৎই হাওয়া দিল জোর। এক দমক। বাইরে হরজাই গন্ধ আর পাঁচমিশেলি শব্দ উঠল। ঘরে বসেও ও বুঝতে পারল যে, পুকুরে ঢেউরা দৌড়ে গেল, দল বেঁধে হাত-ধরাধরি করে এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে। ওদের খিলখিল হাসির শব্দ শুনতে পেল ও।

ঋভু যেন হঠাৎ শুনল, বুলবুলি ঐ বর্ষার রুপোলি ঝালরের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাওয়ার মধ্যেই হি-হি করে হাসছে, আর বলছে, তুই কী ভাল রে রিভে। কিন্তু তুই বড্ড বোকা রে। তুই দেখিস, কিস্সুই বদলাবে না। তোরা যেমন আছিস, তেমনই থাকবি। আর আমরা আমরাই। চিরদিন। এই রকমই। বড় হলে, তুইও ঠিক তোর জ্যাঠামশাইই হয়ে যাবি। আর আমি হব আমার দুখিনী ঠাকমা। নাইই বা হল তোর স্বপ্ন সত্যি। কিন্তু স্বপ্নে আমার যেদিন বিয়ে হবে খুব জাঁক-জমক করে, তোকে যা তত্ত্ব পাঠাতে বলেছিলাম তা পাঠাতে ভুলিসনি কিন্তু রে রিভে। ভুললে তোর সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। এ

www.BanglaBook.org

জন্মের মতো। সব জন্মের মতো। হিঃ হিঃ হিঃ....সত্যিই—রি....

আড়ি। আড়ি। আড়ি .....

বৃষ্টিটা হঠাৎই জোর হল। বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল টিনের চালে। তারপর টিনের চালের বুকের ভাঁজ গড়িয়ে গলানো রুপোর মতো উঠোনে। ঝভুর মনে হল, তার সই বুলবুলির সব হাসি কেড়ে নিয়ে এই শ্রাবণের রাত কান্নার রুপো করে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে অঝোর ধারে সব জায়গায় ; গাঙ-মাঝিনার বিলে, শঙ্কামারীর শ্মশানে, পাঠশালা আর হরিসভার চাতালে, জলজ ফুলের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা জারি আর সারি গানের কলিদের অলিতে। সুখী গৃহস্থ আর দুখী গৃহস্থর বাড়ি-বাড়ি।

আর সেই ভেজা শ্রাবণের কান্না ছাপিয়ে, পাগলি শ্রাবণের মতো চুল উড়িয়ে আঁচল উড়িয়ে ছেঁড়া শাড়ি জড়িয়ে দমক দমক হৈ-হৈ হাসির মধ্যে বুলবুলি বলছে : তোর সঙ্গে আড়ি, আড়ি , আড়ি..... ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG